এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ স্কুলে মোবাইল নিয়ে ধরা পড়লে কড়া পদক্ষেপ, নির্দেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

আরজি করে রহস্যজনকভাবে গায়েব দুই চিকিৎসাধীন রোগী ৩

কলকাতা ৯ অগস্ট ২০২৬ ২৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.08.2026, Vol. 20 Issue No. 60, 8 Pages, Price 3.00

শুভেন্দুর দরবারে ‘বেসুরো’ ২ সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) মুর্শিদাবাদের মানুষদের হয়রানি নিয়ে সরব হলেন এনসিপিআই সাংসদ আবু তাহের খান এবং খলিলুর রহমান। শনিবার নবান্নে বৈঠক করেছেন তাঁরা। সেখানে কী কী কথা হয়েছে, বেরিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় উঠেছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মসজিদ থেকে মাইক খুলে নেওয়ার প্রসঙ্গও।

শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকের পর মুর্শিদাবাদের তৃণমূলত্যাগী সাংসদ তাহের জানান, এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এসআইআর-এ ২৭ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। তাঁদের মধ্যে মাত্র সাত লক্ষ মানুষ আবেদন করেছেন। বাকি ২০ লক্ষ মানুষ কোনও আবেদন করেননি। আমরা বলেছি, গ্রামগঞ্জের মানুষ। অনেকেই প্রথাগত শিক্ষা পাননি, কাগজপত্র বোঝেন না। সকলের নামই ভোটার তালিকায় তুলে দিতে হবে। এ ভাবে বৈধ ভোটারদের অযথা হয়রানি হচ্ছে।

দেশের প্রয়োজন আপনাদের’, জেন-জিকে ‘আউট অফ সিলেবাসে’র বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: তরুণ প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যৎ। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কান্ডারি তাঁরাই। আর তাঁদেরকেই দেশের প্রয়োজন। দিল্লি আইআইটির সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবং ছাত্রদের বিক্ষোভের পর সমাজমাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের প্রচেষ্টা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এ বার প্রকাশ্য জনসভায় তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে বার্তা দিতে দেখা গেল তাঁকে।

বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে তরুণেরাই যে ভরসা এবং তাঁদের প্রতি দেশবাসীর যে অগাধ আস্থা রয়েছে, সেই বার্তাও দিয়েছেন মোদী। তিনি বলেন, ‘আপনাদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আপনাদের মতো তরুণ প্রজন্মকে এ দেশের প্রয়োজন।’ পুঁথিগত পরীক্ষার সঙ্গে জীবনের পরীক্ষার যে বিস্তর ফারাক সেই পাঠও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, পরীক্ষার সিলেবাস আছে। কিন্তু জীবনের কোনও সিলেবাস নেই। জীবনের সব কিছুই ‘আউট অব দ্য সিলেবাস’ বলেও মন্তব্য করেন মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘জীবনে অনেক সমস্যা আসবে। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাম্পাসের জীবন এবং ক্যাম্পাসের বাইরের জীবনে ফারাক রয়েছে। আইআইটি পরীক্ষার সিলেবাস আছে। কিন্তু জীবনের পরীক্ষার সব কিছু সিলেবাসের বাইরে।

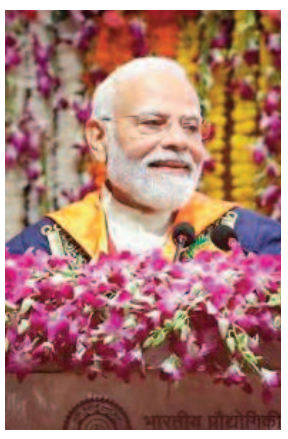

ক্যাম্পাস-জীবনে সব কিছু পরিষ্কার থাকত আপনাদের কাছে। কোনটা পড়তে হবে, কী পরীক্ষা দিতে হবে। সব আগে থেকে জানতেন। কিন্তু জীবনের কোনও প্রশ্নপত্র থাকে না।’ প্রতি পদক্ষেপে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। শেখার সত্তাকে জাগিয়ে রাখার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, তরুণ প্রজন্ম যাতে কোনও কিছুই না বুঝে মেনে না-নেন। যে শিখবে-সেই জিতবে। প্রশ্ন করার অধিকার সবার আছে। প্রশ্ন তুলতে হবে। তার উত্তর খুঁজে নিতে হবে বলেও বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বও সবার। আগের প্রজন্মের লড়াইয়ে দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। আজকের আত্মনির্ভর ভারতের নতুন প্রজন্মের সামনে সুযোগ সুবিধা অনেক। দেশের যুবসমাজ এগোলেই দেশ এগোবে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যুবসমাজের প্রতি আস্থা দেখিয়ে বলেন, ‘তোমাদের উপর আমার ভরসা আছে। এই দেশের উন্নতিতে তোমাদের প্রয়োজন।’

তিনি জানান, প্রত্যেক প্রজন্মের দেশের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব হওয়া উচিত দেশের উন্নয়নের স্বার্থে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, প্রতি প্রজন্মের সামনে সেই সময়ের চ্যালেঞ্জ আসে। চ্যালেঞ্জের সঙ্গে নিজেদের বদলাতে হবে। আগামী দিনে আপনারা যা করবেন, সেটাই বিকশিত ভারতের রাস্তা দেখাবে। তাই আপনারা এমন সিদ্ধান্ত নেবেন, যা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কাজে লাগে। বিকশিত ভারতের এই সফরে আপনাদের ভূমিকা অনেক বড়। দেশের তরুণ প্রজন্ম যত শক্তিশালী হবে, দেশও তত শক্তিশালী হবে।’

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

আরজি করে পৃথক তদন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় এ বার পৃথক ভাবে তদন্ত করবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। তদন্তের ফলাফল জানানো হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে। শনিবার এ কথা জানান রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, সেই রাতে ঘটনার আগে ও পরে যাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নির্যাতিতার অধ্যাপকদের সঙ্গেও কথা বলা হবে। হাসপাতালের পরিকাঠামোয় কী কী ফাঁক ছিল, পরে কী ভাবে সেই ফাঁক পূরণ করা হল, তা-ও দেখা হবে তদন্তে। আরজি কর-কাণ্ডে আজ ৯ অগস্ট সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ কর্মসূচির কথাও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সকাল ১১টা থেকে ১১টা ২ মিনিট পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ‘অভয়া’র স্মরণে নীরবতা পালন করা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

বিদেশি অনুদানে নিম্নকক্ষে জবাব দিতে পারেন শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: আগামী সপ্তাহে লোকসভায় আলোচনার জন্য পেশ হতে চলেছে বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এফসিআরএ সংশোধনী বিল। সরকারি সূত্রে খবর, আগামী বুধবার লোকসভায় বিলটির উপর জবাবি ভাষণ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর।

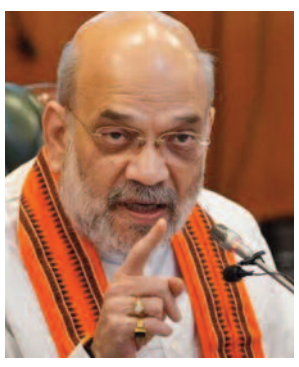

এফসিআরএ বিল ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এক মার্কিন কংগ্রেস সদস্যের সমালোচনাকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্র। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, ভারতের আইন প্রণয়ন সম্পূর্ণ দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সংসদ। তিনি আরও বলেন, শুধু ভারত নয়, আমেরিকা-সহ বহু দেশই বিদেশি অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগ করে।

এদিকে, বিল নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। এদিনও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শাহ। বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার ক্যাথলিক চার্চ থেকে শুরু করে এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন অংশীদারীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। আবার বিলটির বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী শিবিরও এককাট্টা। কংগ্রেস হুইপ জারি করে আগামী সপ্তাহে ১০, ১১ এবং ১২ অগস্ট , তিনদিন দলের সমস্ত সাংসদকে হাজির থাকতে বলেছে। এদিন সকালে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জোটে থাকা বাকি বিরোধী দলের সমস্ত সাংসদরা যাতে ওই তিনদিন সংসদে হাজির থাকেন, সেই অনুরোধও করেছে। এই নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই লোকসভায় সরকারি বন্ডে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কর ছাড় সংক্রান্ত সংশোধনী পাশ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে ভারতীয় সরকারি বন্ডে বিনিয়োগকারী বিদেশিরা সুদ ও মূলধনী লাভের উপর আয়কর ছাড় পাবেন।

সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রাইলি মুর দাবি করেছিলেন, প্রস্তাবিত এফসিআরএ সংশোধনী বিল গির্জা ও খ্রিস্টান ধর্মীয় সংস্থাগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের পথ খুলে দিতে পারে। তাঁর অভিযোগ, এটি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত এবং ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে। এর জবাবে ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিদেশি অনুদান সংক্রান্ত আইন দেশের সার্বভৌম অধিকার ও অভ্যন্তরীণ নীতির অংশ। সংসদই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং বাইরের কারও মন্তব্যে সেই প্রক্রিয়ার কোনও প্রভাব পড়বে না।

অবশেষে সিআইডি দপ্তরে হাজির সুমিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ প্রায় দু’মাসের অন্তরাল পর্ব কাটিয়ে অবশেষে জনসমক্ষে এলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। জমি থেকে চাকরি, একাধিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুমিত দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। শনিবার নির্ধারিত সময়ের আগেই সিআইডি দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দেন তিনি। শীর্ষ আদালতের কড়া নির্দেশ আর আইনি বাধ্যবাধকতার মুখে পড়েই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবারই সুমিত রায়ের বাড়ি গিয়ে নতুন করে তলবি নোটিস দিয়ে এসেছিলেন তদন্তকারীরা। সেই নোটিসের পর আর সময় নষ্ট করেননি তিনি। শনিবার সকাল ১০টা বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে, অর্থাৎ ৯টা ৫৫ মিনিটে ভবানী ভবনের সিআইডি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যান সুমিত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আইনজীবীও।

উল্লেখ্য, সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতি ও মারাত্মক অনিয়মের অভিযোগ জমা পড়েছে রাজ্য পুলিশের ঝুলিতে। সবচেয়ে বড় অভিযোগটি উঠেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে, যেখানে এক বিশাল জমি দুর্নীতির জালে তাঁর নাম জড়ায়। শুধু শালবনিই নয়, ডেবরায় চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগেও নাম রয়েছে তাঁর। এর পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার এলাকাতেই সুমিতের বিরুদ্ধে অন্তত চারটি পৃথক লিখিত অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে বালি-মাটি চুরি এবং স্থানীয় ‘সেবাশ্রয়’ প্রকল্প সংক্রান্ত দুর্নীতি অন্যতম। শালবনির জমি কেলেঙ্কারির তদন্ত সূত্রে ইতিপূর্বে স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনেও তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

গত দু’মাস ধরে আড়ালে থেকে আইনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন সুমিত রায়। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট, সব আদালতেই শরণাপন্ন হন তিনি। হাইকোর্টে একাধিক দুর্নীতির মামলার মধ্যে একটিতে তিনি আগাম জামিন পেলেও, অন্য একটি স্পর্শকাতর মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন গ্রেপ্তার হওয়া অন্যান্য অভিযুক্তদের জবানবন্দি ও বাজেয়াপ্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই মুহূর্তে সুমিতকে জামিন দেওয়া সম্ভব নয়।

হাইকোর্টে জামিনের আর্জি খারিজ হতেই তীব্র গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় তড়িঘড়ি দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সুমিত। সেখানেই মেলে আংশিক রক্ষাকবচ। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আপাতত সুমিত রায়কে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তবে তদন্তের স্বার্থে তাঁকে সিআইডি-র মুখোমুখি হতেই হবে এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট এও স্পষ্ট করে দেয়, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তদন্তকারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন এবং হাজিরা দেওয়ার সময় সুমিতের সঙ্গে এক জন আইনজীবী উপস্থিত থাকতে পারবেন। আদালতের এই রক্ষাকবচকে ঢাল করেই শনিবার সকালে ভবানী ভবনে পা রাখেন সুমিত রায়।

‘সব রাস্তা পৌঁছবে ক্যামাক স্ট্রিটেই’

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাধিক তোলাবাজির অভিযোগের তদন্তে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল সিআইডি। শনিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ ভবানীভবনে পৌঁছন সুমিত। সেখানেই তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা।

সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদের খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর। শনিবার বিধানসভায় বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন বিরোধী

দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তদন্ত সঠিক পথে এগোলে এর সূত্র আরও উপরতলার দিকে যেতে পারে। ঋতব্রতের কথায়, ‘যথাযথ তদন্ত হলে সব রাস্তা ক্যামাক স্ট্রিটেই পৌঁছবে। দেখা যাক, সুমিত রায়ের কাছ থেকে তদন্তকারীরা কী কী তথ্য বের করতে পারেন।’

সিআইডি-র অভিযোগ, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল টাকা নেওয়ার ঘটনায় সুমিতের নাম উঠেছে। এছাড়াও শালবনির একটি জমি সংক্রান্ত মামলাতেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না বলে জানা যায়। তাঁকে খুঁজতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতেও পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল বলে সূত্রের খবর।

সুমিতের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি নিয়েও এর আগে প্রশ্ন তুলেছিলেন ঋতব্রত। এমনকি তাঁকে খুন করা হয়েছে কি না, সেই আশঙ্কার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। সুমিতের ভবানীভবনে হাজির হওয়ার পর সেই প্রসঙ্গ টেনে ঋতব্রত বলেন, ‘অন্তর্ধান রহস্য মিটল তবে।’ এর পরেই সুমিতের ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। ঋতব্রতের দাবি, ‘ক্যামাক স্ট্রিটের চার্টার্ড মাফিয়ার সমস্ত অপারেশন তো সুমিত রায়ের মাধ্যমে হতো। উনিই ছিলেন মূল কমিউনিকেটর।’

ঋতব্রত আরও জানান, ৪ মে-র পর সুমিত তাঁকে ফোন করেছিলেন। তাঁর কথায়, ‘‘আমাকে ৪ মে-র পর একবার ফোন করে বলেছিলেন, ‘বস ফোন করতে বলেছেন।’’ সেই ‘বস’ কে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ঋতব্রত নিজেই। তিনি দাবি করেন, সুমিতের মাধ্যমে অন্যদের ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তিনি শুনেছেন।

সম্প্রতি টুলু মণ্ডলকে ঘিরে ওঠা অভিযোগের প্রসঙ্গও তোলেন ঋতব্রত। তাঁর দাবি, ব্যবসায় দ্রুত উন্নতির পর টুলু মণ্ডলকেও সুমিত ফোন করে হুমকি দিয়েছিলেন বলে তিনি শুনেছেন। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে। এখন সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদে সুমিত রায়ের কাছ থেকে কী তথ্য পাওয়া যায়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। ঋতব্রতের বক্তব্য, তদন্ত যথাযথ ভাবে এগোলে শেষ পর্যন্ত তদন্তের সূত্র ক্যামাক স্ট্রিট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

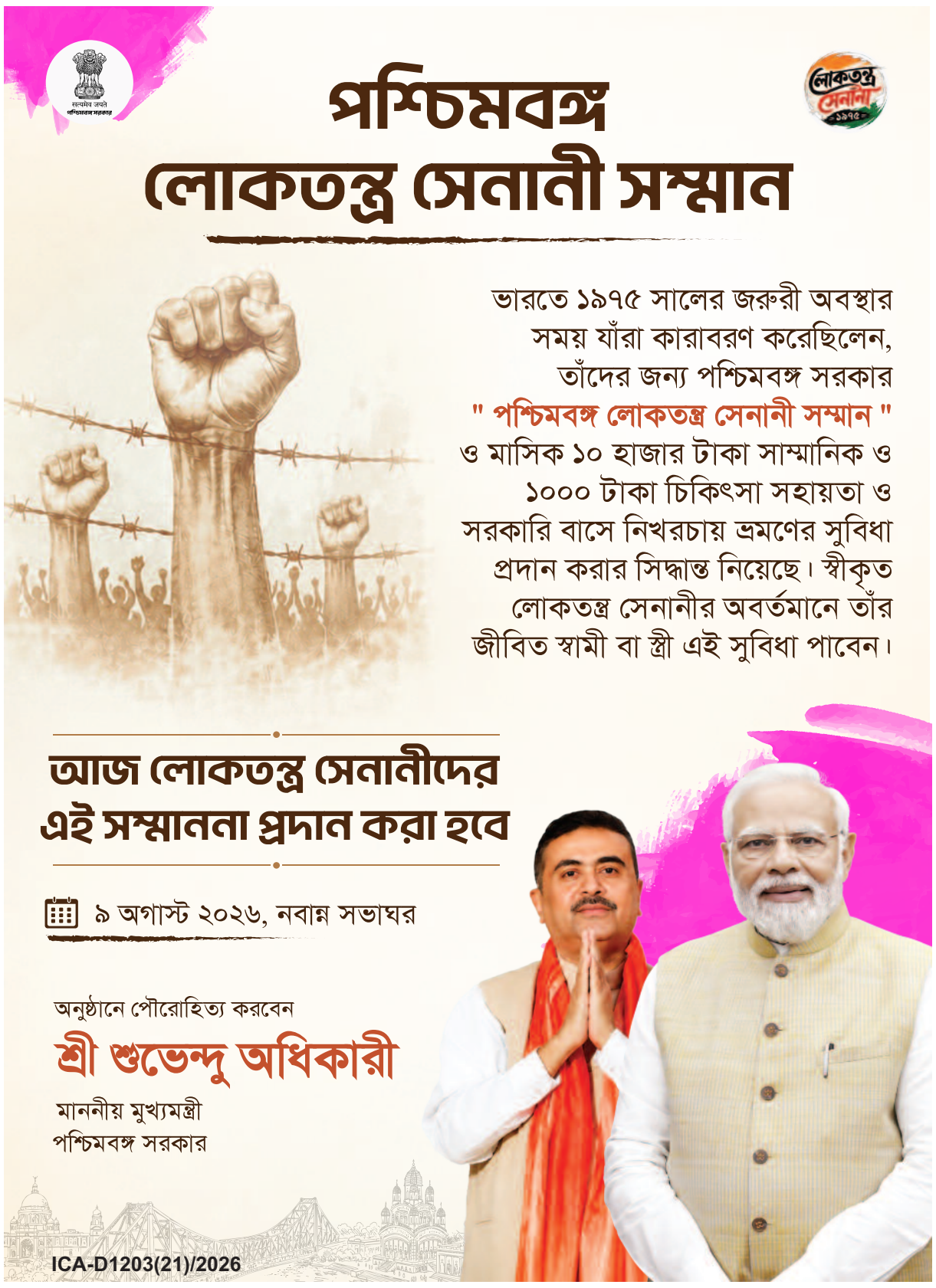

অ্যাম্বুল্যান্সের খালাসি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক ধৃত সনৎ দে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : অবশেষে পুলিশের জালে নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দে। প্রাক্তন বিধায়ক ধরা পড়ায় খুশি নৈহাটির বিজেপি কর্মীরা। সনৎ দে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে নিয়ে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ তুললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, অ্যাম্বুল্যান্সের খালাসি থেকে আজ হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক ধৃত সনৎ দে। অভিষেক ব্যানার্জি যেমন কোনও বিনিয়োগ ছাড়াই ব্যবসা করত। তেমনি সনৎ দে-ও অর্থ বিনিয়োগ না করেই ব্যবসা পরিচালনা করতেন। বীরভূম, বসিরহাট-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ওর ডাম্পার, জেসিবি-সহ নানান সরঞ্জাম খাটতো। মন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ওকে শুধু কোমড়ে দঁড়ি বেঁধে ঘোরালেই হবে না, তার চেয়ে বেশি শাস্তি ওকে দিতে হবে। কারণ, দলীয় কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের ওপর সনৎ যা যা অত্যাচার করেছে। ওকে নৈহাটির মানুষ কোনদিনও ক্ষমা করবে না। ওর অবৈধ সম্পত্তি-ও সিজ করা হবে। তাঁর অভিযোগ, তোলাবাজি, গুন্ডাগিরির পাশাপাশি ধৃত সনৎ দে জাল ওষুধের ব্যবসা করত। পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের সঙ্গে সনতের যোগসাজোশ রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। ধৃত প্রাক্তন বিধায়কের স্ত্রী বিদায়ী কাউন্সিলর কাজল দে প্রসঙ্গে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, সনতের স্ত্রী তো লেডি ডন। তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর পার্থ প্রতিম দাশগুপ্তকে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে চড়-থাপ্পড় মেরেছিল সনতের স্ত্রী। প্রসঙ্গত, নৈহাটিতে তৃণমূলের একের পর এক নেতা ধরা পড়ছে। অথচ বড় মাথা এনসিপিআই সাংসদ পার্থ ভৌমিকের এখনও টিকি ছুঁতে পারেনি পুলিশ। পার্থ ভৌমিক ইস্যুতে পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, ব্যারাকপুরের মাটি আন্দোলনের মাটি। ব্যারাকপুরের মাটি প্রতিক্রিয়াশীল। এখানকার মানুষ অত্যাচারের জবাব দিতে জানেন। সুতরাং উনিও সঠিক জবাব পাবেন।

হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ-না হলে বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য রপ্তানি বন্ধের দাবি তোগাড়িয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, তা নাহলে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে চাল, ডাল, নুন, তেল-সহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কলকাতায় এসে এমনই দাবি তুললেন আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদের (এএইচপি) প্রধান তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া। তাঁর কথায়, অত্যাচার বন্ধ করো, না হলে ভুখা পেটে মরো।

দু'দিনের সফরে কলকাতায় এসে শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে তোগাড়িয়া বলেন, বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাঁর অভিযোগ, সে দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর লাগাতার নির্যাতন চলছে। পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে ভারতের উচিত কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে কঠোর অবস্থান নেওয়া।

সফরকালে এএইচপি-র কর্মীদের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি ডানলপের মহামিলন মঠের প্রধান কিঙ্কর বিঠঠল রামানুজ মহারাজ, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, পরমহংস সন্ন্যাসী নির্বাণী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী রাজরাজেশ্বরানন্দ পুরী এবং ওমকারনাথ মিশনের সভাপতি প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেন তোগাড়িয়া। তাঁর দাবি, নতুন সরকার বেআইনি অনুপ্রবেশ রোধ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিল্পে বিনিয়োগ এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, হিন্দুদের নিরাপত্তার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং খাদ্য নিরাপত্তাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। হিন্দু সমাজের স্বার্থে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কথাও এদিন স্পষ্ট করেন তোগাড়িয়া। তাঁর দাবি, মানুষের সমর্থনকে একত্রিত করে হিন্দুদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে সরকারকে প্রভাবিত করাই তাঁদের লক্ষ্য। ওমকারনাথ মিশনের সভাপতি প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্জাতিক ধর্ম সংসদের আয়োজন করা হবে। সেই কর্মসূচিতেও প্রবীণ তোগাড়িয়ার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে ২০১৫ সালে প্রবীণ তোগাড়িয়ার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সেই সময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশও দেওয়া হয়। সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সফরে এলেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই আগস্ট, ২৩ এ শ্রাবণ। রবি বার। একাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র ও বিংশত্তরী মঙ্গলে র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, দিবা ৮৪৫ গুঃগতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবো মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(বিশেষ দিন ভারতছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তি দিবস ও নাগাশাকি দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জমি ক্রয়/বিক্রয়

নিউ টাউন কলকাতায় HIDCO allotted প্লট কিনতে চাই। কল করুন ৯৪৩৩২ ৪৭৬৫২।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the Ld. District Judge, Jhargram, Ref:- Misc. Case No.- 06/2026
নাবালক পুত্র শিবায় দাস পক্ষে
গার্জেন মাতা স্মৃতিশ্রী দাস.....দরখাস্তকারী
বনাম
রঘুনাথপুর সাকিনের অধিবাসীবৃন্দ দীং...প্রতিপক্ষগণ
এতদ্বারা সর্বসাধারণ ও প্রতিপক্ষগণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত ভূমি (Schedule Property) নাবালক পুত্র শিবায় দাস অংশগত হইতেছে। উক্ত ভূমি গার্জেন স্বরূপে তাহার মাতা স্মৃতিশ্রী দাস বিক্রয় করিবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থণা করিয়া অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং - 19.8.2026 তারিখে 10A.M সময়ে অত্র আদালতে স্বয়ং হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। অত্র আদালতের ইং - 06/08/26 তারিখের শীল ও মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।
SCHEDULE PROPERTY
1/ 5th share in the landed property measuring 3.18 decimals, together with an 8- years-old two-storied pucca building with cemented flooring having a total built-up area of 868 sq. ft., situated within District - Jhargram, Police Station & Municipality - Jhargram, Mouza - Jangalkhas, J.L. No. - 395, L.R. Khatian No.- 13722, L.R. Plot No - 3587.
অনুমত্যানুসারে,Bipasha Banerjee 04.08.26
সেরেস্তাদার,ঝাড়গ্রাম জেলা জজ আদালত ঝাড়গ্রাম

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হতেছে যে, আমি সঞ্জয় সাহা, পিতা- মৃত রামচন্দ্র বিশ্বাস, সাং ও পোঃ- শক্তিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, গত ইং ১৬/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-1649/2024 নম্বর একখানি আমমোক্তার দলিল বলে মূল মালিকগন যথা (১) উৎপল ব্যানার্জী (বন্দ্যোপাধ্যায়) (২) বিমান ব্যানার্জী (বন্দ্যোপাধ্যায়) (৩) মাধুরী ব্যানার্জী (বন্দ্যোপাধ্যায়) (২) শ্রাবনী ব্যানার্জী (বন্দ্যোপাধ্যায়), মহাশয়/ মহাশয়াদ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। অতপর আমি সঞ্জয় সাহা, (১) সোনাতন ঘোষ, পিতা- সুনীল ঘোষ ও (২) রসিদ সেখ, পিতা- মজিদ সেখ এর নিকট গত ইংরাজীর ১১/০৯/২০২৪ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে ৯৩১৫/২০২৪ নং বিক্রয় কোবলা দলিলে এল.আর ১৫৭৮৪ নং দাগে এল.আর ১৭০৭০ খতিয়ানে ২.১৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। অতপর (১) সোনাতন ঘোষ, পিতা- সুনীল ঘোষ ও (১) রসিদ সেখ মালিক ও ভোগদখল থাকাবস্থায় গত ইংরাজীর ২৮/০৭/২০২৬ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে ৭০৮৬/২০২৬ নং বিক্রয় কোবলা দলিলে সুখসাগর নিবাসি জাকির হোসেন সেখের নিকট এল.আর ১৫৭৮৪ নং দাগে এল .আর ১৭০৭০ খতিয়ানে ২.১৬ শতক সম্পত্তি ও বিক্রয় করিয়াছি। উপরোক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L&L.R.O কৃষ্ণনগর-I ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেল দ্বারা সমস্ত আইন মোতাবেক সকাল প্রকার কার্যক্রম হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী মিতা দাস, স্বামী শ্রী গৌতমেন্দ্রনাথ দাস সাং-পদুমবসান, ওয়ার্ড নং-১০ তাম্রলিপ্ত পৌরসভা, পোঃ ও থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩৬ ক্রেতা হইয়া গত ইং-১৭/০৭/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত তমলুক সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইং-২০২৬ সালের ৪৬৫১ নং রেজিষ্টীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে বিক্রেতা শ্রীমত্যা প্রতিমা দে ভট্টাচার্য্য প্রঃ প্রতিমা ভট্টাচার্য্য পক্ষে পঃ বঃ প্রদেশে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইং-২০২৫ সালে ৪ নং বহির ১৩১১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত জেনারেল আমমোক্তা নামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রীমতি রুবি ভট্টাচার্য্য সাং-পদুমবসান হাল সাং-পার্বতীপুর, ওয়ার্ড নং-৮ তাম্রলিপ্ত পৌরসভা, পোঃ ও থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, আমমোক্তার ও স্বয়ং হিসাবে উক্ত দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী পূর্বক পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অর্ন্তগত ওয়ার্ড নং-১০ তাম্রলিপ্ত পৌরসভা, জেঃ এলঃ নং ১৪৪ পদুমবসান' মৌজা আরঃ এসঃ খতিয়ান নং ৪৮৫, এলঃ আরঃ ১১৯৮২ ও ১১৯৮৩ নং খতিয়ানের অধিন আরঃ এসঃ ৩৩৮ ও ৩৩৯ দাগ মধ্যে হাল এলঃ আরঃ ৪৬২ দাগে বাস্তু ১৩ ডেঃ ভূমি মধ্যে ৩.৫৭৮ ডেঃ বাস্তু ভূমি আমার উক্ত মক্কেল খরিদ করিয়া স্বত্বদখলীকার হইয়াছেন। আমার উক্ত মক্কেল ঐ সম্পত্তি মিউটেশন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছে। উক্ত ভূমি সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে তমলুক বিঃ এলঃ এন্ড এলঃ আরঃ ওঃ নাইকুড়ি অফিসে নিজে অথবা অ্যাডভোকেট দ্বারা নিজ বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল উক্ত দলিল মূলে নিজ নাম রেকর্ডে পত্তন করিয়া লইবেন।
মোঃ নং-৯৬৩৫২৬৭৯৮৪।
Sd/- Sakti Sankar Bera, (Advocate)
Purba Medinipur Judges Court at Tamluk.

বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী অনিল কুমার রাই, পিতা- শিউনারায়ণ রাই, ২) উষা রাই, স্বামী-অনিল কুমার রাই, শ্রীরামপুর নিবাসী শম্পা বিশ্বাস, স্বামী- তাপস বিশ্বাস এর নিকট হইতে ২ কাঠা জমি ডিড অফ এক্সচেঞ্জ বিনিময়ে যার Deed No. 2807-05/ 2020 সনে যার R.S. Dag 1111/6143, R.S. Kh. 1422 যার হাল খতিয়ান 5742, হাল দাগ 4690 ক্রয় করি। ক্রেতা শম্পা বিশ্বাস, বিক্রেতা কমল চন্দ্র বিশ্বাস নিকট হইতে 2542- 01/10/2020 সনে ক্রয় করেন। ক্রেতা কমল চন্দ্র বিশ্বাস, বিক্রেতা পরশুরাম শা যার Deed No. 2413/2008 সনে ক্রয় করেন। পরশুরাম শা, পিতা-শিউ প্রসাদ শা ইংরাজী 27/12/2007 সনে 509 নম্বর ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা বলে শ্রীরামপুর প্রভাষনগর নিবাসী শ্রী তাপস বিশ্বাসকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার R.S. Dag 1111/6143, R.S. Kh. 1422, L.R. Dag-4690, L.R. Kh-5742, মৌজা- মাহেশ, জে.এল. নং-15।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকলে আগামী ১ মাসের মধ্যে বিএলআরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, নচেৎ আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

GENERAL POWER OF ATTORNEY

(1) Bandana Jana w/o kalipada jana, of Nandanpur, P.O. Sonargaria, P.S. Jamalpur, Bardhaman, **(2) Shyamapada Koley, (3) Sukdeb Koley, (4) Basudeb koley, (5) Swapan Koley, (6) Narayan Chandra Koley,** (2) to (6) s/o/ lt. Sudhir Koley all of Uttarsura, P.O. Surekalna, P.S. Jamalpur, Bardhaman, **(7) Haradhan Bag, (8) Arabinda Bag,** (7) & (8) s/o Sukhomay Bag, both of Nopara, P.O. & P.S. Tarakeswar, Hooghly, **(9) Lakshmibala Pal** w/o Lt. Panchanan Pal, of Srimanpur, P.O. Siptai, P.S. Jamalpur, Bardhaman appointed my client namely **(1) Subol Chandra Das (2) Jugol Kishore Das,** both s/o Lt. Bhadreswar Das of Dakshinmohonpur, P.O. Jamdara, P.S. Jamalpur, Bardhaman, as their Lawful Attorney (General Power of Attorney Deed No. 021700100/2016) with regard to the schedule land. And all principals through their Attorney, sold their property share to **Sakina Mallick**, w/o Jakir Hossain Mallick, of Hobibpur, Jamdara, Dhaniakhali, Hooghly (Sale Deed No. 061301450/2017). Anybody, having any claim, demand, right, title or interest in respect of the schedule property or any part thereof, he/she is hereby requested to take necessary steps within next 15 days from the date of publication of this notice, or intimate the respective BL & LRO, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived. **Schedule:** All properties recorded with the name of **Bhadreswar Das** lying and situated in: (i) Dist.- Purba Bardhaman, P.S.- Jamalpur, Mouza-Dakshinmohonpur, J.L. No.- 74, (ii) Dist.- Hooghly, P.S.- Dhaniakhali, Mouza-Hobibpur, J.L. No.- 48.
Subhashis Debsarma (Advocate),
Dist. Judges' Court, Hooghly.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

নেহরু চিলড্রেন মিউজিয়ামের নাম পরিবর্তন করছে না নবান্ন

বিপ্লব চক্রবর্তী

নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়ামের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে না। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নামই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। শিশুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে কলকাতার নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়াম। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির পরিচয় জড়িয়ে রয়েছে। কয়েকদিন আগেই মিউজিয়ামের নাম পরিবর্তন নিয়ে নানা আলোচনা ও জল্পনা তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়ামকে রক্ষা করতে নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন স্বয়ং কর্তৃপক্ষ সুদীপ শ্রীমল। এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে নবান্নের সচিব পর্যায় থেকে সুদীপ বাবুকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়ামের নাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। ফলে এতদিনের পরিচিত নামেই মিউজিয়ামটি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। নাম অপরিবর্তিত থাকায় ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের পরিচয়ও অক্ষুণ্ণ থাকবে।

নাম পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্তে স্বস্তি ফিরেছে মিউজিয়ামের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের।

জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চলাচলে কড়া নিষেধাজ্ঞা পুলিশি অভিযানের নির্দেশ পরিবহণ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বেআইনিভাবে টোটো চলাচল বন্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব ড. রবি ইন্দর সিং রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে টোটোর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। পরিবহণ দপ্তরের চিঠিতে জানানো হয়েছে, টোটো মূলত 'লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি'-র জন্য চালানোর অনুমতি রয়েছে। কেন্দ্রের ২০১৪ সালের নির্দেশিকা এবং রাজ্যের ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানীয় রাস্তায় টোটো চলাচল করতে পারে। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চলাচল নিষিদ্ধ। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ অনুমতি দিলে ব্যতিক্রম হতে পারে।

দপ্তরের দাবি, সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ এসেছে যে ওই নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় ও রাজ্য সড়ক-সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চলাচল করছে। এর ফলে যানজটের পাশাপাশি পথ নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে। চিঠিতে ২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল এবং ২০২৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ও ৯ অক্টোবর জারি হওয়া নির্দেশিকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেই নির্দেশিকা কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে। ডিজি-কে অনুরোধ করা হয়েছে, সমস্ত পুলিশ কমিশনার, জেলা পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বেআইনি টোটো চলাচল বন্ধ করতে।

পুলিশের জালে নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার পুলিশের জালে নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দে। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসা,দুর্নীতি, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে নৈহাটির থানার পুলিশ দত্তপুকুর থেকে প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে তাঁর বাড়ি, ফ্ল্যাট ও ওষুধের দোকানে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সেইসময় সনতের খোঁজ মেলেনি। অবশেষে শনিবার ভোরে দত্তপুকুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নৈহাটি থানায় আনা হয়। থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাবার সময় 'চোর চোর' স্লোগানও ওঠে। থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন ভুক্তিভোগী বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি কর্মী দেবার্ঘ্য ঘোষ বলেন, বিজেপি করার অপরাধে তাঁকে মিথ্যা মামলায় জেল খাটতে হয়েছে। প্রাক্তন বিধায়কের নেতৃত্বে গোটা নৈহাটি জুড়ে দলীয় কর্মীদের বাড়িতে তান্ডব চালানো হয়েছে। ওকে কোমড়ে দঁড়ি বেঁধে নৈহাটির রাস্তায় ঘোরানো উচিত। প্রসঙ্গত, সাংসদ পার্থ ভৌমিককে গদ্দার আখ্যা দিয়ে পোস্টার পড়েছে নৈহাটি জুড়ে। আদালতে প্রবেশের সময় এপ্রসঙ্গে ধৃত সনৎ দে কটাক্ষের ছলে বলেন, উনি বড় নাট্যকার। উনি তো নাটক লেখেন।

নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্ত করতে ১১ অগস্ট শিল্পমহলের সঙ্গে বৈঠক, জানালেন শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছে রাজ্য সরকার। আগামী ১১ অগস্ট শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে সরকার, শনিবার এমনটাই জানালেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। এদিন তিনি জানান, শিল্পপতিদের মতামত ও পরামর্শ শোনার পরই এই নীতির খসড়া চূড়ান্ত করে পরবর্তী অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। শনিবার কলকাতায় হিন্দু ইকোনমিক ফোরামের একটি বৈঠকে এ কথা জানান রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। তাঁর বক্তব্য, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষের মতামত নতুন শিল্পনীতিতে গুরুত্ব পাবে।

যে মাঠে একদিন পিকে-থঙ্গরাজদের পায়ের ছাপ, আজ সেখানে জল-জঙ্গল

প্রবল জনসংখ্যার চাপ ও অবহেলায় অস্তিত্ব সংকটে আমতলা ফুটবল ক্লাব

দেবাশিস দে ● আমতলা

একটা মাঠ কখনও শুধুই মাঠ নয়। একটি এলাকার শৈশব, তারুণ্য, খেলাধুলা, সংস্কৃতি আর বহু প্রজন্মের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে। আমতলা ও সংলগ্ন এলাকার এমনই এক ঐতিহ্যের নাম আমতলা ফুটবল ক্লাব। প্রবল জনসংখ্যার চাপ এবং দীর্ঘদিনের অবহেলায় বেশ কয়েক বছর ধরে ক্লাবের ঐতিহ্যবাহী মাঠটি কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অথচ একসময় এই মাঠই ছিল এলাকার প্রাণকেন্দ্র।

এই মাঠের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার ক্রীড়া ইতিহাসের একাধিক উজ্জ্বল নাম। স্থানীয় প্রবীণদের স্মৃতিতে, একসময় এই মাঠে ফুটবল খেলেছেন কিংবদন্তি গোলরক্ষক পিটার থঙ্গরাজ, ফুটবল তারকা সাউ মেওলাল। খেলেছেন অলিম্পিক ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী বাংলার কিংবদন্তি প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই সর্বাধিক পরিচিত। শুধু ফুটবল নয়, ক্রিকেটের সঙ্গেও এই মাঠের স্মৃতি গভীর। স্থানীয়দের দাবি, এখানে খেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম পরিচিত মুখ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের পাশাপাশি আরও বহু নামী ক্রিকেটারও এই মাঠে খেলেছেন বলে স্থানীয়দের দাবি।

একসময় মাঠজুড়ে চলত নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা। ফুটবল-ক্রিকেটের পাশাপাশি যোগব্যায়াম, শরীরচর্চা, অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ছিল নিত্যদিনের ছবি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের টুর্নামেন্টও নিয়মিত আয়োজিত হত এই মাঠে। ফলে মাঠটি শুধু খেলোয়াড়দের নয়, গোটা এলাকার সামাজিক জীবনেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই ছবিটাই আজ বদলে গিয়েছে। দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা, আগাছা, কচুরিপানা এবং পরিকাঠামোর অভাবে মাঠের বিস্তীর্ণ অংশ কার্যত খেলার অনুপযোগী। প্রবল জনসংখ্যার চাপের সঙ্গে অব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। শুধু মাঠ নয়, আর্থিক সংকট ও দীর্ঘদিনের অবহেলায় আমতলা ফুটবল ক্লাবও আজ অস্তিত্বের সংকটের মুখে। একসময়ের প্রাণবন্ত ক্লাবের সেই জৌলুস এখন অনেকটাই ম্লান। তবে হাল ছাড়তে নারাজ ক্লাবের নতুন প্রজন্ম। এলাকার তরুণ-তরুণীদের বক্তব্য, একটি ঐতিহ্যবাহী মাঠ ও ক্লাবকে এভাবে হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না। তাঁদের আবেদন, দল-মত নির্বিশেষে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে দেখে দ্রুত সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হোক। ক্লাবের ইয়ং জেনারেশনের ছেলে-মেয়েরা রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, মাঠটির সরকারি সমীক্ষা করে স্থায়ী জলনিকাশি, প্রয়োজনীয় সংস্কার, মাটি ভরাট ও সমতলকরণ এবং ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হোক। একইসঙ্গে ক্লাবটিকেও আর্থিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করা হোক। কারণ, যে মাঠে একদিন থঙ্গরাজ, মেওলাল, পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তিদের পায়ের ছাপ পড়েছিল, যে মাঠে সৌরভ ও স্নেহাশিসের মতো ক্রিকেটাররা খেলেছেন; সেই মাঠ যদি হারিয়ে যায়, তাহলে হারিয়ে যাবে আমতলার ইতিহাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাই আমতলাবাসীর প্রশ্ন; ঐতিহ্যের সেই মাঠ কি আবার মাঠ হয়ে উঠবে? ফিরবে কি আমতলা ফুটবল ক্লাবের হারানো গৌরব?

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৯ অগস্ট ২০২৬, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩৩, রবিবার

স্কুলে মোবাইল নিয়ে পড়ুয়া ধরা পড়লে কড়া পদক্ষেপ, নির্দেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার থেকে স্কুলে পড়ুয়াদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ে আরও কড়া হল শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে পড়ুয়ারা যাতে মোবাইল নিয়ে না ঢোকে, তা নিশ্চিত করতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ম দ্রুত কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলা স্কুল পরিদর্শকদের। বিকাশ ভবন থেকে শনিবার জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মোবাইল নিয়ে আসার বিষয়টি আর হালকাভাবে দেখা হবে না। জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, স্কুল চত্বরে মোবাইল ফোন-সহ কোনও পড়ুয়াকে পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় কড়া ব্যবস্থা নিতে পারবে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

একইভাবে জেলা স্কুল পরিদর্শকদের বলা হয়েছে, তাঁদের আওতাধীন সব স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকাদের কাছে নির্দেশটি পৌঁছে দিয়ে দ্রুত তা কার্যকর করতে হবে। ফলে মোবাইল ব্যবহারের বিষয়টি এখন শুধু কোনও একটি স্কুলের নিজস্ব সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকছে না; রাজ্যজুড়েই তা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসছে।

এর আগে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও স্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিধিনিষেধের কথা জানিয়েছিল। সেই নির্দেশে বলা হয়েছিল, বিশেষ প্রয়োজন হলে পড়ুয়াকে আগাম স্কুল কর্তৃপক্ষের

অনুমতি নিতে হবে। কোনও পড়ুয়া নিয়ম অমান্য করে ফোন নিয়ে এলে সেটি স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের হেপাজতে রাখতে পারবে বলেও জানানো হয়েছিল। এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে সেই অবস্থান আরও স্পষ্ট হল। অর্থাৎ স্কুলে মোবাইল রাখা বা ব্যবহারকে সাধারণ নিয়মের বাইরে রাখতে চাইছে শিক্ষা প্রশাসন। শিক্ষা দপ্তরের এই পদক্ষেপের পিছনে মূল লক্ষ্য স্কুলের পরিবেশে পড়াশোনার উপর পড়ুয়াদের মনোযোগ বজায় রাখা এবং মোবাইল ব্যবহারের সম্ভাব্য অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। তবে বাস্তবে এই নির্দেশ কতটা কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করা যায়, সকলের নজর সেদিকেও। কারণ স্কুলের প্রবেশপথে নজরদারি, অনুমতি দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং বাজেয়াপ্ত ফোনের দায়িত্ব, প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে বলেই শিক্ষা পর্ষদের খবর।

আরজি করে রহস্যজনকভাবে গায়েব দুই চিকিৎসাধীন রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলত্তমার অন্যতম বড় সরকারি হাসপাতাল আরজি কর ফের শিরোনামে। তবে কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত সাফল্যের জন্য নয়, হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জঘন্য কঙ্কালসার চেহারা প্রকাশ্যে এনে এক দিনেই রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেলেন দুই চিকিৎসাধীন রোগী। নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন বরানগরের বাসিন্দা ৫১ বছর বয়সি বিমল ঘোষ এবং চিৎপুরের তরুণী ২৩ বছরের দীপান্বিতা রায়। চিকিৎসা করাতে এসে স্রেফ উধাও হয়ে যাওয়ার এই ঘটনায় চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে অন্য রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে টালা ও চিৎপুর থানার পুলিশ।

হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রথমে বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বিমল ঘোষ। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে তাঁকে আরজি কর হাসপাতালে রেফার করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে আরজি করের মেডিসিন ওয়ার্ডের ছয়তলায় ২২ নম্বর বেডে তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ পরিবারের লোক হাসপাতালে এসে দেখেন বেড খালি, বিমলবাবু নেই।

এরপরই শুরু হয় হাসপাতাল কর্মীদের দায় ঠেলাঠেলি। বিমলবাবুর স্বজনদের অভিযোগ, এক নার্স তাঁদের জানান রোগীকে পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। আবার এক ওয়ার্ড বয় দাবি করেন, রোগী বাথরুমে গিয়েছেন। অথচ পাশের বেডের এক রোগী স্পষ্ট জানান, সকাল ৮টার পর তিনি আর বিমলবাবুকে দেখেননি। সারাদিন পরিবারের লোকজন হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। অবশেষে রাতে কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেয়, বিমল ঘোষ নিখোঁজ! ঘটনার খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে টালা থানার পুলিশ।

কিন্তু নাটকের এখানেই শেষ নয়। এই তোলপাড়ের মধ্যেই আরজি করের চারতলার টিপিইউ ওয়ার্ডের ১ নম্বর বেড থেকে গায়েব হয়ে যান ২৩ বছরের দীপান্বিতা রায়। চিৎপুরের বাসিন্দা এই তরুণী শুক্রবার রাত থেকে নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। মাঝরাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে পরিবারকে জানানো হয়, দীপান্বিতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ের উধাও হওয়ার খবরে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে পরিবারের। রাতেই চিৎপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার।

কোটি কোটি টাকা খরচে তৈরি সিসিটিভি ও নিরাপত্তারক্ষী বেষ্টিত একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে কীভাবে দু'জন রোগী পরপর ওয়ার্ড থেকে উধাও হয়ে গেলেন, তা নিয়ে উঠছে বড়সড় প্রশ্ন। তবে কি হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্রেফ লোক দেখানো? না কি এর পেছনে অন্য কোনো বড় ষড়যন্ত্র কাজ করছে? তদন্তকারীদের নজর এখন হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজের দিকে।

বিজেপি কর্মীকে মারধর ও তাঁর মাকে শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার ভবানীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল যুব সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভবানীপুরে এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর এবং তাঁর বৃদ্ধা মাকে শ্লীলতাহানির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক তৃণমূল যুব নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশি অ্যাকশন। শুক্রবার অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল যুব নেতাকে গ্রেপ্তার করে ভবানীপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সন্দীপ সাউ। তিনি দক্ষিণ কলকাতার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার ভবানীপুর থানার অন্তর্গত এলাকায় স্থানীয় এক বিজেপি কর্মীর ওপর অতর্কিতে চড়াও হন সন্দীপ। বচসা চলাকালীন ওই কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ছেলে আক্রান্ত হচ্ছেন দেখে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন তাঁর মা। অভিযোগ, সে সময় ওই বিজেপি কর্মীর মাকেও ছাড়েনি অভিযুক্ত। প্রৌঢ়ার শ্লীলতাহানি করা হয় এবং অপমানজনক আচরণ করা হয় বলে থানায় দায়ের করা লিখিত অভিযোগে দাবি করেছেন আক্রান্ত তরুণ।

ঘটনার পর বৃহস্পতিবারই ভবানীপুর থানায় অভিযুক্ত সন্দীপ সাউয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে।

অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ নির্দিষ্ট ধারায় এফআইআর রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ প্রশাসন। এরপরই ভবানীপুর থানার এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় সন্দীপকে। কলকাতা পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানান, রাজনৈতিক শত্রুতা নাকি ব্যক্তিগত কোনো পুরনো বিবাদের জেরে এই আক্রমণ, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পেছনে অন্য কারও প্ররোচনা বা ইন্ধন রয়েছে কি না, সে বিষয়ে ধৃতকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

সোনাগাছিতে বিক্রি হওয়া নাবালিকাকে ১ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রেমের ফাঁদে ফেলে ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে কলকাতার সোনাগাছিতে বিক্রি করে দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল। উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর থেকে নিয়ে এসে ওই কিশোরীকে চড়া দামে তুলে দেওয়া হয়েছিল এক যুবকের হাতে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। চাইল্ড হেল্পলাইন ও পুলিশের ১০০ নম্বর ডায়ালে খবর পাওয়ার পর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সোনাগাছির একটি বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার করা হয় ওই নাবালিকাকে। এই পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত প্রেমিক সহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করে বড়তলা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত প্রেমিকের নাম শফিকুল মোল্লা ওরফে বাবলু। তার বাড়ি শ্যামনগর এলাকায়। অভিযুক্ত শফিকুল কাজের প্রলোভন ও প্রেমের ফাঁদে ফেলে ওই কিশোরীকে কলকাতা নিয়ে আসে। এরপর সোনাগাছি এলাকার শাহরুল লস্কর ওরফে শাহরুখ নামে এক যুবকের কাছে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে শুক্রবার বড়তলা থানার পুলিশ সোনাগাছির দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় কিশোরীকে। তার পরিচয়পত্র যাচাই করার পর তাকে সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

অভিযানের কিছু সময়ের মধ্যেই মূল অভিযুক্ত শফিকুল মোল্লা ও সোনাগাছিতে কিশোরীকে নিজের হেপাজতে রাখা শাহরুল লস্করকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে অপহরণ, ধর্ষণ ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র-সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও পকসো আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের অনুমান, শফিকুল এলাকায় মানব পাচারকারী দলের আড়কাটি হিসেবে কাজ করত। এদিকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে সোনাগাছিতে নাবালিকাদের এনে আটকে রাখার পিছনে শাহরুখের কী ভূমিকা সে ব্যাপারে। এই দুই যুবকের জালে আর কোনো নাবালিকা পড়েছে কি না এবং এই পাচার চক্রের শিকড় কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে, তা জানতে ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা।

২২ শে শ্রাবণ উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। ছবি: অদিতি সাহা

শনিবারের পাতে খিচুড়ি, ডিম, পাঁপড়, গজা, ইসকনের মিড-ডে মিলে খুশি পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার কয়েকশো সরকারি স্কুলে ইসকনের সহযোগিতায় শুরু হওয়া মিড-ডে মিল প্রকল্পে শনিবারের খাবারের তালিকায় ছিল খিচুড়ি, পাঁপড় ভাজা, সেদ্ধ ডিম এবং গজা। ইসকনের খাবারের গুণমান ও সরবরাহ নিয়ে পড়ুয়াদের প্রতিক্রিয়া জানতে শহরের একটি মেয়েদের স্কুলে খোঁজ নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, নির্দিষ্ট সময় মেনে পর্যাপ্ত খাবারই পৌঁছচ্ছে।

১ অগস্ট থেকে কলকাতার নির্বাচিত সরকারি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে এই ব্যবস্থায় খাবার দেওয়া শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৫০০টি স্কুলের ৪৪ হাজার পড়ুয়া এর আওতায় রয়েছে। আগামী তিন মাসে আরও স্কুলকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনার পরিকল্পনা সরকারের। শনিবার স্কুলের এক পড়ুয়া বলে, 'শনিবার খিচুড়ি, পাঁপড় ভাজা, ডিম সেদ্ধ আর গজা দেওয়া হয়েছে।' তার দাবি, ১ অগস্ট থেকে প্রতিদিনই মেনুতে পরিবর্তন থাকছে এবং গরম খাবার পেয়ে পড়ুয়ারা খুশি।

এই প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নন্দা ভবানী বলেন, '১ অগস্ট থেকেই স্কুলে ইসকনের মিড-ডে মিল আসছে। গত শনিবার

থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন পর্যাপ্ত খাবার পেয়েছি।' এছাড়াও খাবার পৌঁছনোর পদ্ধতি নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রধানশিক্ষিকার কথায়, 'ইসকনের তরফে সিল করা কন্টেনারে খাবার পাঠানো হচ্ছে। খাবার গরমই থাকে। ছাত্রীরা ভালো খাবার পেয়ে খুব খুশি।' সরকারের নির্দেশে ইসকনের সহযোগিতায় তৈরি মেগা কিচেন থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার প্রস্তুত করে স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিদিন একই খাবার না দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন পদ রাখার কথা। তালিকায় থাকছে ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, ডিম, পনির বা ছানা, সয়াবিন, মরশুমি সবজি, বাদাম, ফল এবং মিষ্টি।

এইক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য, শুধু খাবারের পরিমাণ নয়, পুষ্টিমানও বাড়ানো এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। একই সঙ্গে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতেও সাহায্য করবে বলে প্রশাসনের আশা। ফলে এই প্রকল্পের সাফল্য মাপার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের পাতে খাবার পৌঁছনোর পাশাপাশি তার মান ও ধারাবাহিকতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

হালিশহরে পুলিশ হেপাজতে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : তোলাবাজি, মারধর-সহ একাধিক অভিযোগে শুক্রবার হালিশহর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল সোমনাথ গাঙ্গুলি ওরফে কেল্টু এবং বিরজু কেওটকে। ওইদিন ধৃতদের ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হয়েছিল। বিচারক ধৃতদের পাঁচদিন পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। বিরজু কাঁচরাপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের পদত্যাগী কাউন্সিলর জেনি শর্মা কেওটের স্বামী। শনিবার ভোর রাতে হালিশহর থানার লকআপে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। তৎক্ষণাৎ তাঁকে কল্যাণী জহরলাল নেহেরু হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশের অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদিও মৃতের স্ত্রী জেনি শর্মা কেওট বলেন, শুক্রবার রাত ন'টা নাগাদ তিনি স্বামী সঙ্গে দেখা করেন। তখন তাঁর স্বামী সুস্থ ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ লকআপে হাত-পা বেঁধে মারধর করার কারণে ওর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, ওই পরিবারের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের মানসিক অবস্থা ভালো নেই। তাই তিনি কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছেন না। তিনি জানান, এই মৃত্যুর ঘটনার নিশ্চয় তদন্ত হবে। সুদীপ্তের দাবি, অজয় মালি, বিরজু কেওট ও সোমনাথ গাঙ্গুলি এঁরা সুবোধ অধিকারী এবং কমল অধিকারীর বেআইনি কাজকর্ম দেখভাল করত।

বেপরোয়া বাসের চাকায় পিষে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ' কর্মসূচির হাজারো প্রচার সত্ত্বেও বেপরোয়া গতির বলি অব্যাহত কলকাতা সংলগ্ন এলাকায়। ফের ডায়মন্ড হারবার রোডে ঘটল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। এবার রাস্তা পার হওয়ার সময় বাস পিষে মারল এক মহিলাকে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার শীলপাড়ায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। তবে ঘটনার পর বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেলেও মৃতার নাম-পরিচয় উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে ঘাতক বাসটিকে আটক করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে ঠাকুরপুকুরের শীলপাড়া এলাকায় ডায়মন্ড হারবার রোড পার হচ্ছিলেন ওই মহিলা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তিনি যখন রাস্তা পার হতে শুরু করেন, তখন সিগন্যাল লাল ছিল, অর্থাৎ পথচারীদের পারাপারের পথ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মহিলা রাস্তার মাঝখানে পৌঁছতেই আচমকা সিগন্যাল সবুজ হয়ে যায় এবং যান চলাচলের পথ খুলে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঠাকুরপুকুরের দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটে আসছিল ১২সি রুটের একটি বাস। গাড়ির গতি অত্যন্ত বেশি থাকায় সিগন্যাল খুলতেই চালক আর গতি সামলাতে পারেনি। পথচলতি ওই মহিলাকে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। ধাক্কার তীব্রতায় ছিটকে রাস্তায় পড়েন তিনি। চালক গাড়ি না থামিয়ে মহিলার ওপর দিয়েই বাসের চাকা চালিয়ে নিয়ে চলে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। তাঁরাই রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দেবরাজের বিরুদ্ধে ফের তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীর নালিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগুইআটি: তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শনিবার ফের নতুন অভিযোগ উঠল। লিলুয়ার এক ব্যবসায়ী বাগুইআটি থানায় এদিন লিখিত অভিযোগ করে জানান, তাঁর কাছ থেকে মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা তোলার দাবি করা হয়েছিল। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, ওই টাকা না দিলে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। উল্লেখ্য গত ১ জুলাই দেবরাজকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। গ্রেপ্তারের ৩৫ দিন পর বৃহস্পতিবার বারাসত আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ে। বিভিন্ন সিন্ডিকেট পরিচালনা এবং তোলাবাজির অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১১ নম্বর ধারা-সহ একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে। প্রায় ১৫০ পাতার ওই চার্জশিটে ১১ জনের বয়ান রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এর মধ্যেই নতুন অভিযোগে আবার নতুন করে আরও চাপে পড়লেন দেবরাজ। শনিবার অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর দাবি, ভিআইপি রোডের কাছে একটি নির্মীয়মাণ ভবন থেকে লোহা কেনার কাজের বরাত পেয়েছিলেন তিনি। কাজ শুরু করার পরই দেবরাজের অনুগামীরা তাঁর কাছে টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা না দিলে কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ীর আরও অভিযোগ, শেষ পর্যন্ত কাজ চালু রাখার জন্য ওই ব্যবসায়ী দু'দফায় মোট ৫০ লক্ষ টাকা দেন। কিন্তু বাকি টাকা দিতে

দেরি হওয়ায় ফের চাপ তৈরি করা হয়। এমনকী বকেয়া টাকা না দিলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং হুমকিও দেওয়া হতে থাকে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীর। এই ঘটনার পরই বাগুইআটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন লিলুয়ার ওই ব্যবসায়ী। ফলে আগের মামলার পাশাপাশি নতুন অভিযোগও তদন্তের আওতায় আসতে পারে।

যদিও দেবরাজের বিরুদ্ধে আগে থেকেই তোলাবাজি, ভয় দেখানো এবং সিন্ডিকেট পরিচালনার মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ চার্জশিট জমা দিয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারপক্ষের আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তদন্তে সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সেই প্রমাণের ভিত্তিতেই চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। দেবরাজকে গ্রেপ্তার করার আগে তাঁর গতিবিধি নিয়েও পুলিশের দাবি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা হয়েছিল। পুলিশের বক্তব্য, গ্রেপ্তারি এড়াতে তিনি কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে সাতবার ঠিকানা বদলেছিলেন। পরে পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

এছাড়াও দেবরাজ-কাণ্ডের তদন্তে বিধাননগর কমিশনারেটের তরফে আট সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসআইটি গঠন করা হয়েছে। চার্জশিট জমা দেওয়ার পর সরকারপক্ষ দ্রুত বিচার শুরুর জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে। যদিও এখন নতুন তোলাবাজির অভিযোগটি সামনে আসায় দেবরাজের বিরুদ্ধে চলা তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই সকলের নজর রয়েছে।

'সেফ রোডস, সেফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' বার্তা,

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে কলকাতা পুলিশের সাইকেল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'সেফ রোডস, সেফ ওয়েস্ট বেঙ্গল', এই বার্তাকে সামনে রেখে রোড সেফটি ইউক ২০২৬-এর ষষ্ঠ দিনে শহরে একাধিক সচেতনতা কর্মসূচি করল কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। শহরে পথ দুর্ঘটনা কমানো এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করাই ছিল কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। শনিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর গেট থেকে একটি সাইকেল মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলটি রেঞ্জার্স ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেবেন্দ্র প্রতাপ সিং ও সন্তোষ পাণ্ডে, ট্রাফিক বিভাগের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সূর্য প্রতাপ যাদব এবং ডেপুটি কমিশনার সম্ভব জৈন-সহ পুলিশের একাধিক পদস্থ আধিকারিক এই মিছিলে অংশ নেন।

সাইকেল মিছিলের মাধ্যমে পথচারী, সাইকেল আরোহী এবং গাড়িচালকদের ট্রাফিক বিধি মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানায় কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের কর্মসূচির পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন ট্রাফিক গার্ডও নিজেদের এলাকায় পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রচার চালায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন শহরের বিভিন্ন ট্রাফিক গার্ডে 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচিরও সূচনা করা হয়েছে। পথ নিরাপত্তার বার্তার

পাশাপাশি জাতীয় পতাকা নিয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়।

কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে, নিরাপদ সড়ক গড়ে তুলতে শুধু পুলিশের নজরদারি যথেষ্ট নয়। পথচারী থেকে শুরু করে সাইকেল আরোহী এবং যানবাহনের চালক, প্রত্যেক পথ ব্যবহারকারীকেই নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাহলেই দুর্ঘটনা কমিয়ে নিরাপদ যাতায়াত তৈরি করা সম্ভব বলেই দাবি কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের।

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গুর টিকা এল, এবার কি বর্ষার আতঙ্ক কমবে?

বর্ষা এলেই রাজ্যজুড়ে একটাই আতঙ্ক;ডেঙ্গু। বৃষ্টির জল জমে থাকা, মশার বাড়বাড়ন্ত, জ্বর এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর, বর্ষাকালের পরিচিত ছবি। বছরের পর বছর ডেঙ্গুর সঙ্গে লড়াই করার পর এবার প্রতিরোধের লড়াইয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে সামনে এসেছে টিকা। কিন্তু প্রশ্ন একটাই; টিকা এলেই কি কমবে বর্ষার ডেঙ্গু-আতঙ্ক?ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে টিকা তৈরির চেষ্টা নতুন নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই ডেঙ্গু প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ডেঙ্গু অন্য অনেক সংক্রামক রোগের তুলনায় জটিল। কারণ ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি প্রধান ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে। একজনের এক ধরনের ডেঙ্গু হয়ে যাওয়ার পর অন্য ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত হলে গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়তে পারে। ফলে একটি কার্যকর টিকার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং চার ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষা;দুই বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মতো দেশে এই টিকার গুরুত্ব আরও বেশি। বর্ষাকালে শুধু কলকাতা নয়, দেশের বহু শহরেই জমা জলের কারণে এডিস মশার প্রজনন বাড়ে। ফলে হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গু রোগীর চাপও বাড়তে থাকে। একটি কার্যকর টিকা সেই চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে বলে আশা বিশেষজ্ঞদের। তবে টিকা কোনওভাবেই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে একমাত্র ঢাল নয়। বাড়ির ছাদ, বারান্দা, ফুলের টব, পরিত্যক্ত পাত্র কিংবা নির্মাণস্থলে জমে থাকা সামান্য জলও এডিস মশার প্রজননক্ষেত্র হতে পারে। তাই টিকা এলেও জমা জল পরিষ্কার করা, মশার কামড় এড়ানো এবং জ্বর হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার গুরুত্ব কমবে না।

আর একটি বড় প্রশ্ন, টিকা কতটা সহজলভ্য হবে এবং সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এর দাম থাকবে কি না। কারণ কোনও প্রতিষেধক তখনই জনস্বাস্থ্যে বড় পরিবর্তন আনতে পারে, যখন তা বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছয়। তাই ডেঙ্গুর টিকা নিঃসন্দেহে আশার খবর। কিন্তু বর্ষার আতঙ্ক পুরোপুরি দূর করার জন্য টিকার পাশাপাশি প্রয়োজন সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা এবং দ্রুত চিকিৎসা। মশার বিরুদ্ধে লড়াইটা শেষ পর্যন্ত শুধু হাসপাতাল বা সরকারের নয়;প্রতিটি বাড়িরও।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর কত কাল ফ্রি ট্রানজিট থাকবে

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

এক আজব ট্রানজিট ঘটেছিল মেহরান কারিনি নাসিইরির সাথে। ১৯৮৮, তাঁর হাতে সেদিন বৈধ কাগজ ছিলনা। তাই আটকে গেলেন প্যারিসের চার্লস ডিগুলা বিমানবন্দরে। তারপর প্রায় ২০ বছর কাটল ওই বিমানবন্দরেই। যিনি টার্মিনাল ১ এ বছরের পর বছর কাটাতে কাটাতে পরিচিত হয়ে উঠলেন 'দ্য টার্মিনাল ম্যানে।' যে রিফিউজিকে সেদিন যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি তাঁর মায়ের খোঁজে একদিন বাড়ি থেকে বেরালেন তারপর এদেশ এপথ ওনগর ঘুরতে ঘুরতে আইনি ফাঁদে আটকে রইলেন প্যারিস এয়ারপোর্টে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্রানজিট- ১৮ বছরেরও বেশী সময়। ওখানেই ঘুম, শৌচাগার ব্যবহার। ওখানেই বিমান কর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে খাওয়া দাওয়া। হাতে কোনো কাগজ না থাকা সেই মানুষটাকে নিয়ে পরে ডকুমেন্টরি হয়েছে। যদি মেহরান আজ কাগজ ছাড়া পৌঁছাতেন, তবে? তাঁকেতো পুশব্যাকই করা হতো। যথাযথ বৈধ কাগজ যাদের নেই তাদের জন্য কঠোর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এখন অভিবাসী শরনার্থীদের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দরজা প্রায় বন্ধ। যা আরো একবার কঠোর হলো স্পেন ছিটমহল সেউতাতে মরক্কো অভিবাসীদের অনুপ্রবেশের পরে। আফ্রিকার স্পেন শাসিত সমুদ্র সীমান্ত শহর সেউতাতে মেরেকেটে ৮৫ হাজার মানুষের বাস। গত ক'দিন আগে মরক্কো থেকে কাতারে কাতারে মরক্কোন সমুদ্র সাঁতরে ঢুকতে শুরু করল। অথচ নেই খাদ্য নেই কিছুই। স্পেন নিরাপত্তাবাহিনীও অত্যন্ত কঠোর তাদের পুশব্যাক করাতে। আরো একবার সমীক্ষার তলায় অভিবাসী সমস্যা। এই ঘটনার অনতিবিলম্ব পরেই ইতালির রাষ্ট্র প্রধান জর্জিয়া মেলোনি অ- ইউরোপিয়ানদের সিনজেন ভিসায় ইতালি ঢোকায় আপাতত স্থগিতাদেশ দিলেন। মে মাসে ' গ্লোবাল রিফিউজি ক্রাইসিস ২০২৬' প্রতিবেদনে গবেষক পেত্রা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রিফিউজি কড়াকড়ি বিষয়ে আলোকপাত করেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রিফিউজি সমস্যা আজ মানবতার বড় সঙ্কট, কোথায় ট্রানজিট হবে ? এযে অতলান্টিকের মতোই গভীর প্রশ্ন। আজকের এই সেউতা সমস্যার পর স্পেন সহ সারা ইউরোপিয় ইউনিয়ন অত্যন্ত কঠোর অভিবাসী , শরনার্থী বিষয়ে। কিন্তু, বিষয়টাযে সেউতার জন্যই কঠোর হল এমন না। ২০২৪, যেবছর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সুপার ইলেকশন ইয়ার গেল। তখনই তারা অভিবাসী শরনার্থী বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। ২০২৪ এর ১৪ ই মে, রেগুলেশন (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন) ২০২৪/ ১৩৫১ অব দি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এন্ড অব দ্য কাউন্সিলের দ্বারা অ্যাসাইলাম ইমিগ্রেশন মাইগ্রেসন রেগুলেশন ২০২১/১১৪৭ এবং ২০২১/১০৬০ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রিপিলিং রেগুলেশনে বিভিন্ন উপধারা সংযোজন হয়। যেখানে স্পষ্ট বলা হয় প্রতিটা সদস্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়ে যৌথ আইন , নিজস্ব আইন, এমনকি অভিবাসীদের তৃতীয় কোনো রাষ্ট্রতেও স্থানান্তরিত করতে পারে। যদি সেই তৃতীয় রাষ্ট্র সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়ে কড়া না হয়, সীমান্ত সংলগ্ন সব বিধি সতর্কীকরণ শর্ত না পালন করে , তবে তাকেই অভিবাসীদের দায়িত্ব নিতে হবে। অন্য কোনো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশ তা নেবে না। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিটা রাষ্ট্রই কমবেশী সহযোগিতা করে কারণ অভিবাসীদের অধিক চাপে পাছে তাদের সংস্কৃতি ধর্ম প্রাকৃতিক সম্পদে আঘাত আসে সে ব্যাপারে সবাই আপাতত খুব সজাগ। তবে, সমস্যার সূত্রপাত আরো আগেই। ২০১৫ তে যখন ১.২ মিলিয়ন সিরিয়া গৃহযুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আসেন, তখন থেকেই তাঁরা ১৯৯৯ এর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নস কমন ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম সিস্টেম যা ডাবলিব রেগুলেশন নামে পরিচিত, তার সুবিধাভুক্ত হতে চাইলে তাতে বাধা আসে। ডাবলিন রেগুলেশনে বলা ছিল- একজন শরনার্থী যে দেশে এসে প্রথম কড়া নাড়বে সেই দেশ তার আবেদন গ্রহণ করবে, পর্যবেক্ষণ বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেবে তাঁকে অভিবাসী বলে অনুমতি দেবে কিনা। শরনার্থীদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার দিয়েছে জেনেভা কনভেনশন। এই ডাবলিব রেগুলেশন ' কমন ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম সিস্টেম ' এর জন্ম দেয়। যার ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে একজন অভিবাসীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেটাবেস থাকবে। কিন্তু এই পদ্ধতিতেও অসংখ্য গাফিলতি ধরা পড়ে। এমনকি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে একাধিক মামলা আন্তর্জাতিক আদালতেও যায়।

ভূমধ্যসাগর পার করে কাতারে কাতারে মানুষ ঠাঁই নিতে শুরু করল গ্রীস ইতালি স্পেনে। বলকান পেরিয়ে হাঙ্গেরী ক্রোয়েশিয়া বুলগেরিয়ায়। এই সমস্যার জন্যই ২০১৬, তুরস্ক চুক্তি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সীমান্ত সুরক্ষার মডেল হিসেবে পরিগণিত হলো। লেবানন ইজিপ্ট তিউনিশিয়ার সাথে সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়ে কড়া নিরাপত্তার প্রস্তাবে সাড়া দেয় সমগ্র ইউরোপ। সিরিয়া সঙ্কটের পর হাঙ্গেরীতেই কমকরে ১,২৯৪ জন অ্যাসাইলাম আবেদনকারীকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যেকটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশ ডোমেস্টিক অ্যান্টি মাইগ্রেসন অ্যাপ্রোচ গঠন করে। যে জার্মানি ২০১৫-১৬ তে শরনার্থী বিষয়ে মুক্ত দৃষ্টির ছিল তারাই ২০২৪ এ বলে উঠল ' ফেয়ার অ্যান্ড ফার্ম।' ১০ টি বড়সড় রদবদল আনল তাদের শরনার্থী নীতি, সীমান্ত সুরক্ষা, এবং অ্যাসাইলাম পদ্ধতিতে। আজকে সারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেই জেনেভা কনভেনশনের প্রাসঙ্গিকতা এক বড় প্রশ্ন। শুধুমাত্র ২০২৩ সালেই সিরিয়ান (১৮৩,২৫০ জন) আফগান (১০০,৯৮৫ জন) তুর্কী (৮৯,৯৮৫ জন) , ভেনেজুয়েলিয়ান (৬৭, ০৮৫ জন) কলোম্বিয়ান (৬২,০১৫ জন) শরনার্থী অ্যাসাইলাম আবেদন করেন। এই আবেদনকারীর সবাইইযে জেনেভা কনভেনশনের শ্রেণিবিন্যাস দ্বারা সমর্থিত এমনটাও নয়। আবেদন প্রত্যাখ্যান এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নতুন ট্রেইন্ড। শরনার্থীদের জন্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতিতে আঘাত আসছে এই যুক্তিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যানে ব্যস্ত তাই সেদিন যেভাবে ' ট্যার্মিনাল ম্যান' শরনার্থীকে রোমানটিসাইজড করেছিল তা আজকের সেউতা সঙ্কটে যেন ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে চলছে। জেনেভা কনভেনশনের ৭৭ বছর পূর্ণ যখন হচ্ছে (প্রথম কনভেনশন ১৯৪৯, ১২ ই আগস্ট) তখনই আরো বেশী করে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে শরনার্থী প্রত্যাখ্যান। যা অস্থির মানবতার চালচিত্র। অভিবাসন সঙ্কট আরো একবার জীবন্ত হল সেউতা অস্থিরতায়। শরনার্থী সমস্যা কি আদৌ স্থিতিশীল হবে?এ এক অস্পষ্ট অধ্যায়। সেউতা সঙ্কট ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভিবাসীনীতিকে আরো কঠোর করে তুলবে হয়তো। ২০১৬ র সিরিয়া সঙ্কটকালেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভিবাসন কমিশনার দিমিত্রিস আভ্রামোপুলোস হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শরনার্থীর ঢল যেভাবে নেমে আসছে তাকে থামাতে না পারলে পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়াটাই ভেঙে যাবে। সত্যিই তা ঘটেছিল। তাইইতো মেসিডেনিয়া তার সীমান্ত যেই না কড়াকড়ি করল তখনই শরনার্থীরা আলবেনিয়ার ভূখন্ড ব্যবহার করল। শরনার্থীদের কোনো রুল বুক হয়না। রুল বুক হয় আশ্রয়দাতা ভূখন্ডের। সিরিয়া থেকে সেউতা মানবতা স্থিতিশীলতার ঘরে বড় জিজ্ঞাসা। ২০১৬ থেকে ২০২৪ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাসাইলাম নীতির প্রধান কথাই হল - এইমস অ্যাট হারমোনাইজেশন। সেই হারমোনাইজেশন বা সংহতির ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে দরকার হলেই ইমিগ্রেশন ট্রানজিট অর্থাত অভিবাসন অবস্থান/ অপেক্ষা/ আশ্রয়/ বাস কঠিন হয়ে উঠল। অনেক মানুষ যারা খাদ্য পরিবেশ জল সঙ্কটে হাহাকার করছেন আফ্রিকা এবং কিছু ইসলামিক রাষ্ট্রে তাঁদের জন্য সমুদ্র পার করে ঠাঁই নেওয়ার দরজাতে পোক্ত তালা না পরলেও খিল পরেছে। সেউতা সঙ্কট এবার খিলটা আরো টেনে ধরল। তবুও প্রশ্ন থাকবে- যারা বাঁচার জন্য ট্রানজিট প্রার্থনা করছেন, তাঁদের জন্যও বিকল্প কিছুতো ভাবা হোক। ধর্ম প্রচার, অপরের ধর্ম বিনষ্ট করার সুযোগ পাবেনা কোনো ট্রানজিট ম্যান। এই শর্তেও কি বিকল্প কোনো ট্রানজিট পাওয়ার অধিকার রাখেনা হাহাকার করা হতভাগ্য সেই ঘরছাড়া মানুষগুলো। এই প্রশ্ন বোধহয় বিশ্ব সঙ্কটে প্রাসঙ্গিক ন্যায্য।

সরকারের একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ

বাংলা হোক প্রশাসনের প্রাণ

কণাদ দাশগুপ্ত

রাষ্ট্রের মুখ প্রশাসন, আর প্রশাসনের মুখ ভাষা। সেই ভাষা যদি মানুষের ভাষা না হয়, তবে গণতন্ত্রের দরজাও পুরোপুরি খোলে না। নাগরিক তখন নিজের অধিকারের আবেদন জানাতেও এমন এক ভাষার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, যা তাঁর চিন্তার ভাষা নয়। প্রশাসন তখন মানুষের কাছে নয়, মানুষের উর্ধ্বে অবস্থান করে। পশ্চিমবঙ্গের মতো ভাষাভিত্তিক একটি রাজ্যে এই বাস্তবতা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়েছে। তাই আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারি প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর যে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় করেছেন, তা নিছক একটি প্রশাসনিক নির্দেশ নয়; এটি নাগরিকের কাছে প্রশাসনকে আরও সহজ, আরও স্বচ্ছ এবং আরও মানবিক করে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

বাংলা বহুদিন ধরেই এ রাজ্যের সরকারি ভাষা। কিন্তু সরকারি ভাষা আর সরকারি কাজের ভাষা যে এক নয়, তার প্রমাণ রাজ্যের মানুষ প্রতিদিন পেয়েছেন। সরকারি বিজ্ঞপ্তি, আবেদনপত্র, অফিস-আদেশ, দপ্তরের চিঠিপত্র কিংবা প্রশাসনিক নথির বড় অংশই এমন ভাষায় রচিত হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। ফলে রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে একটি অদৃশ্য দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সেই দূরত্ব কমানোর জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন প্রশাসনিক সাহস। সেই অর্থে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। বহু দশকের প্রশাসনিক অভ্যাস, ইংরেজিনির্ভর আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি বিষয়টিকে নীতিগত অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ভাষাকে আবেগের বিষয় হিসেবে নয়, নাগরিকের অধিকার হিসেবে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গি গণতান্ত্রিক প্রশাসনের পক্ষে ইতিবাচক।

বাংলা কেবল একটি ভাষা নয়; এটি এক ঐতিহাসিক সভ্যতার ধারক। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় চেতনা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার দর্শন, নজরুলের বিদ্রোহ, শরৎচন্দ্রের মানবিকতা, জীবনানন্দের বাংলার স্বপ্ন; সব মিলিয়ে বাংলা এই ভূখণ্ডের আত্মপরিচয়ের ভাষা।

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলা আত্মমর্যাদা ও স্বাধীন চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সেই ভাষাকে প্রশাসনের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠা করা সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসেরও বহিঃপ্রকাশ।

তবে কোনও নীতির সাফল্য ঘোষণায় নয়, তার বাস্তবায়নে। সরকারি কর্মচারীদের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজিতে নথি প্রস্তুত করতে অভ্যস্ত। ফলে প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, মানসম্মত বাংলা পরিভাষা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। আইন, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, প্রকৌশল কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে পরিভাষার নির্ভুলতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা পরিবর্তনের ফলে প্রশাসনিক গতি যেন ব্যাহত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে আরও কার্যকর ভূমিকা দেওয়া যেতে পারে। প্রশাসনিক বাংলার পরিভাষা নির্মাণ, অভিধান প্রণয়ন এবং ভাষাগত সহায়তার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি সেখানে দলীয় পরিচয়ের পরিবর্তে যোগ্যতা ও দক্ষতাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তবে এই নীতির সবচেয়ে বড় শক্তি যেমন বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, তেমনই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা তার অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র। পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় কেবল বাংলা ভাষার রাজ্য হিসেবে নয়; এটি একটি বহুভাষিক সমাজও। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সাঁওতালি, কুর্মালি, রাজবংশী, ওড়িয়া-সহ বহু ভাষাভাষী মানুষের শ্রম, সংস্কৃতি ও জীবনযাপন এই রাজ্যের সামগ্রিক পরিচয়কে সমৃদ্ধ করেছে। তাই বাংলাকে প্রশাসনের প্রধান ভাষা করার অর্থ কখনও অন্য ভাষাভাষী নাগরিকদের প্রশাসনিক অধিকার সংকুচিত করা হতে পারে না। বরং এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে এই বার্তাটি কতটা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার উপর; বাংলা হবে প্রশাসনের ভাষা, কিন্তু প্রশাসনের দরজা থাকবে সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত।

প্রয়োজন হলে সহায়ক ভাষায় আবেদনপত্র, তথ্যপত্র কিংবা নাগরিক-পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখা উচিত। কারণ প্রশাসনের উদ্দেশ্য ভাষার পরীক্ষা নেওয়া নয়; মানুষের সমস্যা সমাধান করা। একজন অবাঙালি নাগরিক যেন সরকারি দপ্তরে গিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা অসহায় মনে না করেন, সেই সংবেদনশীলতাই একটি পরিণত ভাষানীতির পরিচয়। ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান; এই দুই একে অপরের পরিপূরক, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগে বাংলা ও হিন্দি ব্যবহারের সিদ্ধান্তও বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রশাসনের লক্ষ্য প্রতীক নির্মাণ নয়; কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। বাংলার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই জাতীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখা বিচক্ষণতার পরিচয়।

একথাও মনে রাখা দরকার, ভাষার প্রশ্নে অতীতেও নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি ঘোষণার সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। প্রশাসনিক জড়তা, পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব এবং ধারাবাহিকতার ঘাটতিই তার কারণ। সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই উদ্যোগের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তিনি শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেননি; মানুষের ভাষাকে প্রশাসনের ভাষা করার একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার করেছেন। এখন সেই অঙ্গীকারকে সফল করার দায়িত্বও সরকারের। প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং ধারাবাহিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে যদি এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

ভাষা মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রতীক, আবার গণতন্ত্রেরও অন্যতম ভিত্তি। মানুষ যখন নিজের ভাষায় রাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলতে পারে, নিজের ভাষায় সরকারি নথি বুঝতে পারে এবং নিজের ভাষায় অধিকার দাবি করতে পারে, তখন গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়। বাংলাকে প্রশাসনের ভাষা করার উদ্যোগ তাই নিঃসন্দেহে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের একটি দূরদর্শী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে এর প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে একটিমাত্র বিষয়ে; বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বহুভাষিক পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিক যেন সমানভাবে অনুভব করেন, এই প্রশাসন তাঁরও। ভাষা তখন আর বিভাজনের রেখা হবে না; হয়ে উঠবে আস্থা, অংশীদারিত্ব এবং গণতান্ত্রিক মর্যাদার সবচেয়ে শক্তিশালী সেতু।

শব্দছক ২৩৮

রবি দাস

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
	■		■	৫		৬	
৭	৮	■	■		■		■
■		■	৯	■	■	১০	১১
১২				■	১৩	■	
■	■	■	১৪			■	
১৫				■	১৬		

পাশাপাশি: ১. সমুদ্র ৩. রচনাকারী ৪. উত্তপ্ত ৫. রসে ডোবা গোল্লা ৭. মাতুল ১০. ঘোলা জলের থিতানো মৃত্তিকা ১২. হতাশা দুর্ভাবনা ১৪. রমণী ১৫. উত্তর ভারতের এক রাজ্য ১৬. মাইকেল মধুসূদন সৃষ্ট কবিতার ছন্দ

ওপর-নিচ: ১. শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী ২. মস্করা ৩. সমৃদ্ধি ৬. ফুলের রাণী ৮. শ্রদ্ধাপূর্বক মেনে নেওয়া ৯. অন্যমনস্ক ১১. যে লিচু চুরি করে ১৩. ভুল বকা

সমাধান ২৩৭ — পাশাপাশি: ১. মানসিক ৪. বিহিত ৬. ধুতি ৯. লাঘব ৯. সমরাস্ত্রহীন ১১. মাধাই ১৪. তকমা ১৬. গোলোযোগকারী ১৯. ধরন ২০. বাবা ২১. রতন ২২. লড়ালড়ি

ওপর-নিচ: ১. মাধুরিমা ২. নতি ৩. কলাম ৪. বিবস্ত্র ৫. তপন ৮. ঘরাঞ্চি ৯. সই ১০. হীরক ১২. ধারালো ১৩. নগর ১৪. তরী ১৫. মামাবাড়ি ১৬. গোচর ১৭. যোধন ১৮. কানন ২০. বান

আজকের দিন

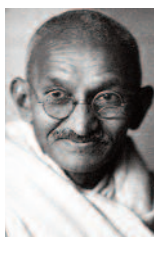

■ **১৯৪২** — বোম্বেতে সর্বকংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 'করো অথবা মরো' আন্দোলন শুরু করেন।

■ **১৯৪৫** — জাপানের নাগাসাকি শহরের উপর 'ফ্যাট ম্যান' নামক দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপ করে আমেরিকা।

■ **১৯৬৫** — মালয়েশিয়া থেকে পৃথক হয়ে সিঙ্গাপুর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়।

জন্মদিন

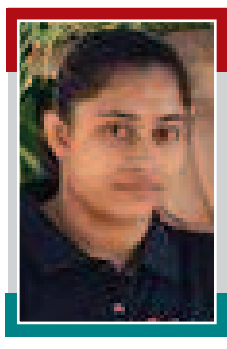

দীপা কর্মকার

১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমীর পুততুন্ডুর জন্মদিন।*

১৯৯৩ *বিশিষ্ট জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের জন্মদিন।*

১৯৯৩ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় প্রীতম কোটালের জন্মদিন।*

কৌট-আনকৌট

আমরা জানিয়েছি, শুধুমাত্র মুসলিমদের যেন টার্গেট না করা হয়। সব ধর্মের জন্য এক আইন হোক। আমরা চাই সর্ব ধর্ম সমন্বয় হোক, সম্প্রীতি বজায় থাক। মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। যাতে মসজিদ থেকে আর মাইক খোলা না হয়, সেই বিষয়টিও দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

আবু তাহের, বর্তমান এনসিপিআই সাংসদ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজেপির কর্মসূচিতে ‘কয়লা মাফিয়া’, সভার বাইরে বের করল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে বিজেপির ‘লাভার্থী সম্পর্ক অভিযান’ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তীব্র বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল। রবীন্দ্র ভবনের এই অনুষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি ছিলনা সংবাদমাধ্যমের।

অভিযোগ সেই সভায় গলায় প্রতিনিধি কার্ড ঝুলিয়ে ঢুকে পরে কয়লা মাফিয়া। এই নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। দলীয় নির্দেশে কেবল নির্দিষ্ট মণ্ডল ও জেলা নেতৃত্ব এবং আমন্ত্রিতদের প্রবেশের অনুমতি থাকলেও, সব নিয়ম ভেঙে সভায় ঢুকে পড়েন মহঃ আনোয়ার নামে অভিযুক্ত ব্যক্তি। গলায় পাস ঝুলিয়ে এবং হাতে দলীয় ফাইল নিয়ে প্রথম সারির চেয়ারে বসে থাকতে দেখে সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়।

ঘটনাটি প্রথম লক্ষ্য করে আসানসোল সাংগঠনিক জেলার বিজেপি মাইনরিটি সেলের সভানেত্রী সাবিয়া নাজনিন। তিনি সরাসরি সভায় ঢুকে আনোয়ারের পরিচয় জানতে চান এবং তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন। সাবিয়া নাজনিন বলেন মহঃ আনোয়ার একজন চিহ্নিত কয়লা মাফিয়া। জামুড়িয়ার মণ্ডল চারের বাসিন্দা হয়েও বারাবনির নাম ভাঙিয়ে ভুয়ো নথির মাধ্যমে তিনি সভায় ঢুকেছিলেন। সমাজবিরোধী বা সিন্ডিকেট চক্রের কারও স্থান বিজেপি দলে নেই। এরপরই সাবিয়া ও দলের একাধিক কর্মী আনোয়ারের গলার পাস ও ফাইল কেড়ে নিয়ে তাকে রবীন্দ্র ভবন থেকে বের করে দেন।

অভিযুক্ত মহঃ আনোয়ার সাংবাদিকদের বলেন, তিনি বারাবনির বাসিন্দা নন, তিনি জামুড়িয়ার বাসিন্দা। তিনি স্বীকারও করে নেন যে তিনি বহু বছর আগে কয়লার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তবে সেই জগত ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইট ও পাথরের ব্যবসা করেন। এক বিজেপি সমর্থক বন্ধুর সঙ্গে কেবল দলীয় কর্মসূচি দেখতেই তিনি এসেছিলেন।তিনি বলেন এই সরকার জনদরদি সরকার, তাই নেতাদের কথা শুনতে তিনি এখানে এসেছিলেন।

বালককে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ সৎ মায়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সাত বছরের বালককে শ্বাসরোধ করে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল সৎ মায়ের বিরুদ্ধে। স্বামীর সম্পত্তির ভাগ যাতে কেউ না-পায়, তার জন্যই সৎ মায়ের পরিকল্পনামাফিক এই খুনের ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

শনিবার সকালে এই ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুরাতন ১৮ মাইল এলাকায়। নাবালক হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষিপ্ত পাড়া-প্রতিবেশীরা অভিযুক্ত মহিলার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। এমনকি ভাঙচুরের চেষ্টা চালানো হয় বলে অভিযোগ। যদিও পড়ে ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরেই। তড়িঘড়ি ওই এলাকায় এসে পৌঁছায় বৈষ্ণবনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতের বালকের এক মামা কিসমত আলির লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সৎ মা রুমা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বালকের নাম নিহান আহমেদ , তার বয়স সাত বছর। সে ফরাক্কা থানার অন্তর্গত খেজুরিয়া ঘাট আবাসিক মিশনে প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। নিহানের মা নাসরিন খাতুন প্রায় চার বছর আগেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পেশায় ব্যবসায়ী ইজাজ আহমেদের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর দু’ বছর আগে এলাকারই এক মহিলার রুমা খাতুনকে বিয়ে করেন। বর্তমানে রুমার ছ’ মাসের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

মৃত বালকের মামার বাড়ির পরিবারের অভিযোগ, তার সৎ মা রুমা খাতুন শিহানের ওপর অত্যাচার করত। আরও অভিযোগ, শুক্রবার রাতে তিনি ভাড়া বাড়িতে তাঁর সৎ ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। যদিও এই ঘটনা জানাজানি হয় শনিবার সকালে। এরপর স্থানীয়রা ওই বালককে নিথর অবস্থায় উদ্ধার করে বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে বৈষ্ণবগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মৃতের এক মামা কিসমত আলির অভিযোগ, ‘দিদি মারা যাওয়ার পর থেকেই ভাগ্নের ওপর সম্পত্তি হাতিয়ে নিতেই এভাবেই অত্যাচার চালিয়ে আসছিল তার সৎ মা রুমা। ভাগ্নেকে সে দেখতে পারত না। আমরা ভাগ্নেকে একটি আবাসিক মিশনে ভর্তি করিয়েছিলাম। সেখানে হস্টেলে রাখারও পরিকল্পনা চলছিল। কিন্তু ছোট্ট নিহানকে যে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে তার সৎ মা কল্পনাতেই ছিল না। গলা টিপে মুখে এবং নাকে আঘাত করে ভাগ্নেকে খুন করা হয়েছে। গলাতে আচরানো রক্তের দাগ ছিল। সেটিও পাউডার দিয়ে ঢাকার চেষ্টা চালিয়েছে অভিযুক্ত ওই সৎ মা। আমরা এই ঘটনার কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছি।’

এদিকে প্রথম পক্ষের ছেলের এই মৃত্যুর ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন তার বাবা ইজাজ আহমেদ। তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিহানকে খুন করতে পারে। যদিও তিনি স্ত্রী আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। একটি খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBI হোম লোন সেন্টার কলকাতা
অবনী হাইট, ৫৯এ, চৌরঙ্গি রোড
কলকাতা - ৭০০০২০ লোকেশন - মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন-রবীন্দ্র সদন এক্সাইড বিল্ডিংয়ের নিকট, ইমেল - sbi.04490@sbi.co.in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রে ০৮.০৮.২০২৬ সংস্করণে ই নিলাম নোটিশ অধীনে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপনে **মালিক শ্রীমতি অনিতা সিকদার সংরক্ষিত মুল্য এবং ইএমডি** পড়তে হবে যথাক্রমে **“৬,১২,০০০ টাকা জিএসটি সহ এবং ৬১,২০০ টাকা”** এবং ৬,৮০,০০০ টাকা জিএসটি সহ এবং ৬৮,০০০ টাকার পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

COSMIC CRF LIMITED
Registered Office: "Cosmic Tower" 19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata-700029, West Bengal.
CIN: L27100WB2021PLC250447, **Email:** info@cosmiccrf.com
Tel: +91 33 7964 7499, **Website:** www.cosmiccrf.com

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of Cosmic CRF Limited ("the Company") for FY 2026-27 will be held on **Wednesday, September 2, 2026 at 3:00 P.M. (IST)** through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice convening the EOGM of the Company.

Pursuant to above circulars, the requirement of sending physical copies of the Notice of EOGM has been dispensed with. Physical copies of the EOGM will be sent only to those shareholders who specifically request for the same, however, we urge shareholders to support our commitment to environmental protection by choosing to receive Company's communications through E-mail.

Electronic copy of the Notice convening the EOGM, containing, among others, procedure & Instructions for e-voting will be sent, in due course, to those Members whose e-mail ID is registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA")/Depository Participant(s).

A letter containing the weblink of the Notice of EOGM will be sent at the registered address of the shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/ RTA/Depository Participant(s).

The Notice of the EOGM will also be available on the Company's website at https://cosmiccrf.com/, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

The Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the Notice of EOGM of the Company. The e-voting will commence on **Sunday, August 30, 2026 at 9:00 A.M. and ends on Tuesday, September 1, 2026 at 5:00 P.M.** During this period, Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off/entitlement date of **Wednesday, August 26, 2026** may cast their votes electronically. The Members who have not cast their votes electronically, and are otherwise not barred from doing so, can exercise their voting rights through the e-voting system during the EOGM. The Company will make necessary arrangements for e-voting during the EOGM.

Members, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same at the earliest:
a) In respect of shares held in demat form with their depository participants (DPs);
b) In respect of shares held in physical form:
(i) by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz, MAS Services Limited, with details of Folio number, and self- attested copy of PAN card at T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110020 or;
(ii) by sending e-mail to Registrar and Share Transfer Agent viz, MAS Services Limited at info@masserv.com.

Members holding shares in demat form can also send e-mail to aforesaid e-mail address to register their e-mail address for the limited purpose of receiving the Notice of EOGM of the Company.

For **Cosmic CRF Limited**
Sd/-
Aditya Vikram Birla
Managing Director

Place : Kolkata
Date : 08/08/2026

আরামবাগ মহকুমাজুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্র স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে পালিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ দিবস। বাংলা ক্যালেন্ডারের ২২ শ্রাবণ মানেই বাঙালির কাছে গভীর শোক ও শ্রদ্ধার দিন। এই দিনেই ১৯৪১ সালের ৭ অগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রয়াণ দিবসে এদিন আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়, বাঙালির সংস্কৃতি, সঙ্গীত, নাটক, দর্শন ও চিন্তাজগতেও এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর লেখা গান, কবিতা, নাটক ও সাহিত্যকর্ম আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তাই ২২ শ্রাবণ এলেই বাঙালি নতুন করে ফিরে দেখে কবিগুরুর সৃষ্টি ও আদর্শকে। এদিন স্কুল, কলেজ-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগেও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।খানাকুলেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ দিবস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ।

এদিন খানাকুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ দিবসকে কেন্দ্র করে বিশেষ মানবিক উদ্যোগও নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। শিবিরে প্রায় ৩৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা আজও সমাজকে পথ দেখায়।রক্তদান শিবিরের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই কবিগুরুর মানবিক দর্শনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা বলে তিনি মনে করেন।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কালচারাল সোসাইটির অন্যতম সদস্য সন্দীপ রায় বলেন, কবিগুরুকে স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁর মানবিক আদর্শকে সামনে রেখে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে জনসচেতনতা তৈরিতে এবার ছাত্ররকছাত্রীদের কাজে লাগালো পুলিশ। শনিবার ইন্দাসের রাজখামার হাই স্কুলে এই বিষয়ে কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস থানার ওসি চয়ন কুমার ঘোষ-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন সচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি ক্যুইজ প্রতিযোগীতাও অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি পড়ুয়ারাও। ট্র্যাফিক বিষয়ে সচেতনতামূলক এই প্রচার পর্ব থেকে তারা অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পারলো বলে জানায়।

প্রধান শিক্ষক লক্ষীকান্ত মজুমদার বলেন, এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে খুশি পড়ুয়ারাও। ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে তাদের অভিভাবকদেরও ট্র্যাফিক বিষয়ে সচেতন করা সম্ভব হবে।

বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের কাঞ্চন দাসবিদ্যালয়ে কবি গুরুকে স্মরণ করা হয় তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বিদ্যালয় ইকো-ক্লাবের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন করা হয়। বিশিষ্ট অভিজ্ঞ সাহিত্যের শিক্ষক তথা বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত দীপ্তসুন্দর মুখোপাধ্যায় বলেন, বিভিন্ন বৈশ্বিক সঙ্কটের মুহূর্তে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধ আজকের অস্থিরতার মধ্যে পথ দেখাতে সক্ষম।বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গবেষক তথা জাতীয় শিক্ষক ও মেন্টর, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ড সুভাষচন্দ্র দত্ত মনে করেন, রবীন্দ্রনাথকে এখনও অনেক জানা বোঝা আমাদের বাকি থেকে গেছে। তাঁকে নিত্যনতুন আবিষ্কার করার মাধ্যমে মানুষের জীবন আনন্দে কেটে যেতে পারে। এই প্রজন্ম নূতন জাতীয় শিক্ষানীতি তে পরিবেশ, শিক্ষা ও বৃক্ষরোপণ জীব বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ভালো থাকার আদর্শ পৃথিবী একমাত্র গড়ে উঠতে পারে।

ধর্ম গোপন-পরিবর্তনে বাধ্য করা ও বিয়ের পর নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভালোবেসে বিয়ে। বিয়ের পর জানাযায় সঠিক পরিচয়। পরিচয় গোপনের প্রসঙ্গ তুলতেই অত্যাচার। চাপ দেওয়া হয় ধর্ম পরিবর্তনের। বাড়ে অত্যাচারের মাত্রা। আট বছর ‘অত্যাচার’ সহ্য করার পর স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ মহুয়ার। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই হইচই শুরু হয়েছে সীমান্ত শহর বসিরহাটে।

অভিযোগ, বিয়ের কয়েক মাস পরেই স্বামীর ধর্মপরিচয় জানতে পারেন স্ত্রী। অভিযোগ, পরিচয় গোপন করে অন্য নামে বিয়ে করার পর তাঁকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া হয়। রাজি না-হওয়ায় শুরু হয় মারধর, মানসিক নির্যাতন এবং প্রাণনাশের হুমকি। প্রায় আট বছর শ্বশুরবাড়িতে থাকার পর শেষ পর্যন্ত পালিয়ে কলকাতায় আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বসিরহাটের নেওড়া এলাকার বাসিন্দা মহুয়া সরকার। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের।

মহুয়ার দাবি, ২০১২ সালে বাড়ির অমতে পাশের এলাকার বাসিন্দা বাপ্পা ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তাঁকে নিজের নাম বাপ্পা ব্যানার্জি বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। মাস পাঁচেক পর বিভিন্ন নথি দেখে স্বামীর আসল নাম মুস্তাফিজুর গাজি জানতে পারেন স্ত্রী মহুয়া। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ মহুয়ার। তাঁর আরও অভিযোগ, জোর করে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বার বার চাপ দেওয়া হত। রাজি না-হওয়ায় মারধর করা হত। পরে শ্বশুরবাড়ির চাপেই ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য হন বলে দাবি তাঁর। এমনকি তাঁর নাম বদলে ‘তানিয়া গাজি’ করা হয় এবং সমাজমাধ্যমেও সেই নামে পরিচিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ২০১৬ সালে তাঁদের এক পুত্রসন্তান হয়। মহুয়ার অভিযোগ, এর পরেও স্বামী একাধিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ২০২৩ সালে রাতের অন্ধকারে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নেন তিনি। তাঁর দাবি, সন্তানকে ফেরত চেয়ে ফোন করলেও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বারবার বিভিন্ন উপায়ে ছেলেকে পাওয়ার চেষ্টা করলেও তিনি অসফল হন।

কাটোয়ায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: বিজেপি নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলার দাবির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। অভিযোগ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে কর্মরত এক মুহুরির বাড়িতে গিয়ে টাকা দাবি এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় কাটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযোগকারী। অভিযোগপত্রে কয়েকজন স্থানীয় বিজেপি নেতা ও কর্মীর নামও উল্লেখ করা হয়েছে।অভিযোগকারী সুজন ঘোষ কাটোয়ার পানুহাটের আদর্শপল্লির বাসিন্দা। তাঁর বাড়ির কাছেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি জায়গায় তাঁর একটি দোকান রয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরে মুহুরির কাজও করেন তিনি।সুজন ঘোষের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ লাঠি, রড, শাবল-সহ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কয়েকজন তাঁর বাড়িতে চড়াও হন। নিজেদের বিজেপি নেতা ও কর্মী বলে পরিচয় দেন তাঁরা। অভিযোগপত্রে বিশ্বজিৎ অধিকারী ওরফে গুপি, অতনু সাহা এবং ধীরাজ দাসের নাম উল্লেখ করেছেন সুজন। তাঁর দাবি, বিশ্বজিৎ অধিকারী বিজেপির কাটোয়া নগর মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং বাকিরাও বিজেপি কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত।

অভিযোগ, সুজন ঘোষের কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে সরকারি দফতরে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হবে না এবং এলাকায় থাকতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি কাটোয়া নগর মণ্ডল কমিটির সভাপতি সুমন দেবনাথের নির্দেশেই টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছিল বলে দাবি অভিযোগকারীর।

সুজনের আরও অভিযোগ, প্রথমে তিনি ২০ হাজার টাকা দেন। কিন্তু বাকি টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে মারধর করা হয়। এমনকি শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগও তুলেছেন তিনি।ঘটনার পর শুক্রবার সকালে কাটোয়া থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুজন ঘোষ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। কাটোয়া নগর মণ্ডল কমিটির সভাপতি সুমন দেবনাথ অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের আমলে বিএলআরও দপ্তরের সামনে সরকারি জমিতে বেআইনি কারবার চলছিল। সেই কারবার বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ায় মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, অভিযোগের সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের কোনও যোগ নেই। অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নগর মণ্ডল সভাপতি।

এ মাসের শেষেই দক্ষিণ দিনাজপুরে মুখ্যমন্ত্রী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে জেলার সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক বৈঠক সারেন সুকান্ত মজুমদার। বৈঠক শেষে তিনি জানান, জেলার নানা উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই চলতি মাসের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে আসতে পারেন।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের নির্দিষ্ট দিন বা সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, তারিখ ফাইনাল হলে তা দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হবে। সম্ভবত দু’-একদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত দিনক্ষণ জানা যাবে। আগামী দিনে জেলা প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করবেন বলেও জানা গিয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
২য় ও ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

এটি আপনাদের তথ্যের জন্য জানানো হচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এন্টালি শাখার নিম্নলিখিত লকার হোল্ডারদের লকার ভাড়া ওভারডিউ সংক্রান্ত। এমনকি নোটিশ পাঠানোর পরেও, লকার হোল্ডাররা বকেয়া ভাড়া জমা দেননি বা নিষ্পত্তির জন্য ব্যাঙ্কের শাখায় যাননি। এই পরিস্থিতিতে, ২৫/০৮/২০২৬ তারিখের আগে যদি বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করা হয় তবে ব্যাঙ্ক ২৬/০৮/২০২৬ তারিখে উল্লিখিত লকারগুলি ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নোটিশ এবং ব্যাঙ্ক বকেয়া ভাড়া, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ পুনরুদ্ধারের জন্য তার লিয়েনের অধিকার প্রয়োগ করবে।

ক্র. নং.	নাম	লকার নং	পরিমাণ	ঠিকানা
১	অলোকা চৌধুরী	৬৮	১৬৮১৫	পি-৯, সি.আই.টি. রোড, স্কিম ৫২, কলকাতা -৭০০০১৪
২	অলোক কুমার দাস	৫৬৯	১৬১৪৭	১/বি, রাধামোহন পাল লেন, কলকাতা - ৭০০০১২
৩	অমৃত লাল চক্রবর্তী	৩২৭	৯৭৮৪	১৩/বি, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৬
৪	আশালতা হাজরা	১২৫	১৩৩২৪	গ্রাম-কালীবাজার, পোঃ - বর্ধমান, বর্ধমান সদর, বর্ধমান - ৭১৩১০১
৫	অতনু তরফদার	১৮৩	১৫৯৩৭	৬৮/১সি, পূর্ণ দাস রোড, কলকাতা-৭০০০২৯
৬	বন্দনা বাগচী	২০৫	১৩৩২৪	পি-৪, সিআইটি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪
৭	ভারতী রায়	৯২	৯৪৪০	পি-৯৪এ, সিআইটি রোড, পোঃ-এন্টালি, কলকাতা-৭০০০১৪
৮	বিমল কৃষ্ণ ঘোষ	১৪৪	৯৪৪০	প্রযত্নে- সলিল কুমার বসু, পি-১২, সি.আই.টি. রোড কলকাতা -৭০০০১৪
৯	চৈতালী মুখার্জী	৭৫	২১৬৩০	১১২বি, আনন্দ পালিত রোড, কলকাতা -৭০০০১৪
১০	চামেলি মুখার্জী	১৮২	১৩৫৪৬	পি-২০, দেব লেন, কলকাতা-৭০০০১৪
১১	দেবাশীষ চৌধুরী	৫৬	৮৭১১	বিএল-বি ফ্ল্যাট-বি/৫, ২৬/বি ডঃ সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা-৭০০০১৪
১২	দেবাশীষ নন্দী	৪১	৯৭৮৪	৩/১সি কামারডাঙ্গা রোড, কলকাতা -৭০০০৪৬
১৩	ফিরোজ আলম	১০	২৩৬৮৭	১০-হাড়িনবাড়ি লেন, কলকাতা-৭০০০৭৩
১৪	হিমাংশু সরকার	৫১৪	১১৫৫৪	২১২এ জিটি রোড, বালি মিউনিসিপ্যালিটি, বেলুড় মঠ, কলকাতা-৭১১২০২
১৫	জয়ন্ত দত্ত	৩১৯	২২৪৩৭	৭/সি, দেব লেন, কলকাতা -৭০০০১৪
১৬	জয়শ্রী দত্ত	৪৩৮	১৬৬২৪	বি ১১/০৬ কল্যাণী, নদীয়া -৭৪১২৩৫
১৭	ললিতা দেবী গুপ্তা	৮০	৪৪৪০	৭৪ এইচ বন্ডেল রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা -৭০০০১৯
১৮	মালা দত্ত রায়	৩২	১৬৯১৭	পি-৮৬/ই, সিআইটি রোড, কলকাতা -৭০০০১৪
১৯	মানস চৌধুরী	১৩২	১৩৩২৪	২য় ফ্লোর, বিএ ১৪/১ দেশবন্ধু নগর, বাগুইহাটি, কলকাতা-৭০০০৫৯
২০	মীরা মিত্র	২৯৮	১৭৬৪৭	পি-১১৬এ, সি.আই.টি. রোড, কলকাতা-৭০০০১৪
২১	নিবেদিতা মাইতি	১৭৬	৯৪৪০	১/১জি রাধা মোহন দে লেন, কলকাতা -৭০০০৩৬
২২	পি. কে. বোস / রুমা কুমার বোস	২৪৩	১৩৭৬৭	এইচ, ৩১, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-৭০০০১৪
২৩	পরমজিৎ সিং সোইন	৫৭৭	১৩৭৬৭	৮৬, লিন্টন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪
২৪	পিয়ালী পালিত	৩২৪	১৮৪৯৬	৯০ ডা. সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৪
২৫	প্রণব কুমার মাইতি	৩১	১৩৩২৪	৮, পটারি রোড কলকাতা - ৭০০০১৫
২৬	প্রেমচাঁদ পরশুরামকা	১০৯	১০৩২৫	পি-৭০ সিআইটি রোড, এসসিএইচ-৫২, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৪
২৭	প্রেমলতা নাগপাল	১২	২৮৯৩৯	১৫সি/১০৭, শীল লেন, ট্যাংরা, কলকাতা - ৭০০০১৫
২৮	রবীন্দ্রনাথ পাল	৫	২৪৪৭৫	২৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা -৭০০০১৯
২৯	রাহুল ইডেন	৫৮৮	৯৯৫৪	ফ্ল্যাট ৩বি; ৭বি ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা -৭০০০১৪
৩০	রত্না ব্যানার্জী	১৮	২১১৮৭	১৫৮২/১, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, ফ্ল্যাট নং-এইচ/৩/৩, কলকাতা-৭০০১০৭
৩১	রবিন পাইন	৩০৫	১৬০৮১	৬, ক্রিস্টোফার রোড, জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা-৭০০০১৪
৩২	রূপালী দেব	৫৮৪	১১৪৪৫	২৯/২এ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলকাতা - ৭০০০৫০
৩৩	এস.এম. ইউনুস / হালিমা খাতুন	৪৮	১১৫৫৪	৩২ ডা. সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪
৩৪	সঞ্জয় কানোরিয়া	৫৬৮	১৩৩২৪	১/১ আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, ঋষিকেশ বিল্ডিং/৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৩সি, কলকাতা -৭০০০১৯
৩৫	সঞ্জয় দত্ত রায় (নাবালক)	৫০	১৯০৫৬	পি/৮৬/ই, সিআইটি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪
৩৬	শুভ্রজিৎ সিনহা / তপতী সিনহা	৮২	১৩৭৬৭	পি১১৫, সিআইটি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪
৩৭	সুধা রানী	২৫৮	১১৫৫৪	পি/৩৯, সিআইটি রোড, কলকাতা -৭০০০১৪
৩৮	সুমন লাম্বা	১০২	১১৫৫৪	পি১১৫, সি.আই.টি রোড, এন্টালি পোঃ - লিন্টন কলকাতা - ৭০০০১৪
৩৯	সুমিতা ভট্টাচার্য	১৫১	১৩৭৬৭	সি.আই.টি বিল্ডিং ব্লক, ফ্ল্যাট-১৬, কলকাতা - ৭০০০১৪
৪০	সুনীল কুমার চ্যাটার্জী	৪১০	১৫৯৩৭	১১সি, মহেন্দ্র চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা -৭০০০১৪
৪১	উদয় কুমার ব্রহ্ম	৪৬৩	৯৪৪০	৫৮এ এন সি চৌধুরী ব্রড, অর্পণ ফ্ল্যাট-৪০১, কলকাতা-৭০০০১৪
৪২	ঊষা রানী সরকার	১০৫	৯৭৮৪	১৫৮/১, বীরেশ্বর চ্যাটার্জী স্ট্রিট, পোঃ বালি, হাওড়া-৭১১১০১
৪৩	বীণা ভি ওয়াধা	১৬৭	১১৫৫৪	পি৬ নিউ সিআইটি রোড, স্কিম ৫২, কলকাতা-৭০০০১৪

তারিখ: ০৯.০৮.২০২৬, স্থান: কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বন্ধ হাইড্রেন চাঁদা তুলে তৈরি গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: তৃণমূল আমলে বালি মাফিয়াদের ঔদ্ধত্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া রাস্তার হাই ড্রেন নিজেরাই চাঁদা তুলে জেসিবি দিয়ে কেটে পুনরায় ড্রেনে পরিণত করলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি বাদুড়িয়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের।

এলাকার অন্যতম নিকাশির হাইড্রেনটি বালি মাফিয়াদের অত্যাচারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এলাকার প্রায় ১০০ টি পরিবার জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। একাধিকবার তৃণমূল আমলে পুরসভায় জানিয়ে কোন কাজ হয়নি। রাজ্যে পালাবদল হতেই এবার গ্রামের মানুষরা নিজেরাই চাঁদা তুলে জেসিপি দিয়ে সেই ড্রেন পুনরুদ্ধার করল।

গ্রামের মানুষের অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে ইছামতি নদী থেকে বালি মাফিয়ারা বালি বোঝাই গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেত। এখানে ড্রেনের উপর উচু একটি কালভার্ট থাকায় তাদের গাড়ি চলাচলে অসুবিধা হত। সেই কারণে তারা ড্রেনটি বন্ধ করে দিয়ে রাস্তা সমান করে দিয়েছিল যাতে তাদের অবৈধ বালির গাড়িগুলো সহজে চলতে পারে। আর এই ড্রেন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে এলাকায় প্রতিবছরই জলমগ্ন হয়ে থাকত বর্ষার সময়। বহুবার স্থানীয় কাউন্সিলার, চেয়ারম্যানকে বলেও কোন কাজ হয়নি। এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে, বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান তথা এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এখন জেলের ভিতর, তার পার্টি অফিস ও পাটখেত থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে, সেই অভিযোগ সে গ্রেপ্তার হয়েছে।

এবারও বর্ষায় এই এলাকায় জল জমে প্রায় ১০০ টি পরিবার জলমগ্ন হয়ে হয়ে গেছে। তবে এবার তৃণমূল নেতাদের মদতে চলা বালি মাফিয়াদের রক্তচক্ষু নেই। তাই এলাকার মানুষ এবার চাঁদা তুলে সেই হাইড্রেন জেসিবি দিয়ে কেটে পুনরায় ড্রেন তৈরি করে দিল। যাতে জমা জল বেরিয়ে এলাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

আর এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি তাদের দাবি, এখানকার চেয়ারম্যান তার উন্নয়ন পাটখেতে দেখা গিয়েছে। পাটখেত থেকে তার উন্নয়ন উদ্ধার রয়েছে। আর সেই উন্নয়নের টাকা আয় করার জন্যই এইসব ড্রেন অবৈধভাবে বন্ধ করে দিয়ে অবৈধ বালির খাদান চালু রেখেছিল। এখন সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর সাধারণ মানুষ মনে সাহস করে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সেই ড্রেন কেটে দিল। এখনকার যিনি পুরসভার চেয়ারম্যান সেই গৌতম সিং জানান, ‘আমরা ঘটনাটি শুনেছি, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে যাবেন এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে নতুন করে ওখানে হাইড্রেন তৈরি করে দেওয়া হবে খুব শীঘ্রই যাতে মানুষের কোনও সমস্যা না-হয়।’

তৃণমূল কর্মীর খুনে অভিযুক্ত ভাই-সহ কং নেতা ও দলবল ঘুঁটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ধার দেওয়া ৮০ হাজার টাকা চাইতে গিয়েই গোলমালের সূত্রপাত। আর তার জেরেই প্রকাশ্য রাস্তায় তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এলাকারই এক কংগ্রেস নেতা-সহ তাঁর ভাই এবং দলবলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার বাঙ্গিটোলা সংলগ্ন পঞ্চানন্দপুর ইকতাবাজার এলাকায়। এই হামলার ঘটনার সময় দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে ওই তৃণমূল কর্মীকে রাস্তায় ধাওয়া করে বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের ছোড়াগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও একতাবাজার এলাকায় গিয়ে পড়ে যান ওই তৃণমূল কর্মী। এরপরই প্রকাশ্য রাস্তাতেই ওই তৃণমূল কর্মীকে স্থানীয় এক কংগ্রেস নেতার ভাই ও তাঁর দলবল ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার পর রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয় মোথাবাড়ি এলাকা জুড়ে। খুনের ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই ওই এলাকায় সংশ্লিষ্ট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পৌঁছয়। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। খুনের ঘটনাটি নিয়ে মৃত তৃণমূল কর্মীর ভাই মহসিন আহমেদ হামলাকারী কালিয়াচক ২ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল শেখ তাঁর ভাই ফিরোজ শেখ-সহ দশ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম

নাসিরুদ্দিন আহমেদ (২৭) । তাঁর বাড়ি মোথাবাড়ি থানার পঞ্চালন্দপুর এলাকায়। যদিও নাসিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে তৃণমূল জামানায় বিভিন্ন গোলমালের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এনিয়ে ওই তৃণমূল কর্মীকে বিগত দিনে জেলও খাটতে হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পান তিনি। ওই তৃণমূল কর্মীর হোটেলের ব্যবসা রয়েছে।

মৃতের ভাই মহসিন আহমেদ বলেন, 'আমার দাদা দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল দলটা করে এসেছে। এদিন রাতে ভাইপোর জ্বরের ওষুধ কিনতে দাদা মোটরবাইক নিয়ে বের হয়েছিল। সেই সময় বাঙ্গিটোলা মোড় থেকেই কংগ্রেসের কালিয়াচক ২ ব্লকের সভাপতি দুলাল শেখ ও তার ভাই ফিরোজ শেখ দলবল নিয়েই দাদা নাসিরুদ্দিনকে ধাওয়া করে। এরপর গুলি ছুঁড়ে ওরা। কিছুটা দূরে পঞ্চানন্দপুর ইকতাবাজারে দাদার ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। মূলত ফিরোজ ও তাঁর দলবল প্রকাশ্য রাস্তায় দাদাকে কুপিয়ে খুন করেন। আর তাতে মদত জোগান ওই কংগ্রেস নেতা দুলাল।' মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই কংগ্রেস নেতা দুলাল শেখের পরিবারের কাছে ৮০ হাজার টাকা ধার দিয়ে পাচ্ছিল না। এনিয়ে কয়েকদিন ধরে গোলমাল চলছিল। তারপরেই দাদাকে এভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় ওরা কুপিয়ে খুন করেছে। এদিকে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে শুরু হয়েছে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক। তৃণমূলের জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'কংগ্রেস নেতার দলবলের হামলায় নৃশংস ভাবে এক তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে। আমরা চাই অবিলম্বে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করুক।' যদি জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক অর্জুন হালদার জানিয়েছেন, এটি একটি পারিবারিক বিবাদ এই ঘটনার সঙ্গে কংগ্রেসের ভিত্তিহীনভাবে নাম জড়ানো হচ্ছে।

মোথাবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তেরা গা ঢাকা দিয়েছে। মৃতের শরীরে একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দাবার ঘুটি নই', বাংলা পক্ষ থেকে একযোগে ৫০ জনের গণ ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: দাবার ঘুটি হতে চাই না', বিজেপি বিধায়কের দপ্তরে দাঁড়িয়েই সংগঠন ছাড়লেন সদস্যরা।

বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতি রক্ষার দাবিতে গড়ে ওঠা 'বাংলা পক্ষে' বড়সড় ভাঙনের দাবি। পাণ্ডবেশ্বরে একসঙ্গে প্রায় ৫০ জন সদস্য সংগঠন থেকে ইস্তফা দিলেন। শনিবার হরিপুরে বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারির কার্যালয়ে তাঁর উপস্থিতিতেই গণইস্তফা দেন তাঁরা। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ইস্তফা দেওয়া সদস্যদের বক্তব্য, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার লক্ষ্যেই তাঁরা বাংলা পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। বর্তমানে রাজ্য সরকারের একাধিক উদ্যোগে সেই দাবি অনেকটাই পূরণ হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি বিধানসভায় হিন্দি মাধ্যম স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানোর দাবিও তুলেছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। তবে গণইস্তফার আসল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে সংগঠনের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ। বাংলা পক্ষের জেলা কমিটির সদস্য ভাস্কর মুখার্জির দাবি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার কাজের পাশাপাশি তাঁদের বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয় হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। তাঁর সাফ কথা, 'কোনও রাজনৈতিক দলের দাবার ঘুঁটি হতে চাই না।' সেই ক্ষোভ থেকেই সংগঠন ছাড়ার সিদ্ধান্ত বলে দাবি করেছেন তিনি।

গণইস্তফাকে স্বাগত জানিয়ে জিতেন্দ্র তেওয়ারির বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতিই প্রাধান্য পাবে, এটাই স্বাভাবিক। তাঁর মতে, সেই কারণেই সদস্যদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো উচিত। এদিন পাণ্ডবেশ্বরে একসঙ্গে ৫০ জনের গণইস্তফা সত্যিই বাংলা পক্ষের সাংগঠনিক শক্তিতে কতটা ধাক্কা দিল, নাকি এর পিছনে রয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণ, এখন সেই প্রশ্নই ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে।

মশার ধূপ থেকে আগুন, ভস্মীভূত গোয়ালঘর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: মশা মারার জন্য জ্বালানো হয়েছিল মশা মারার ধূপ। সেই ধূপের আগুন ছড়িয়ে পড়ে আগুনে ভস্মীভূত হলো গোয়ালঘর।পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘরে রাখা লক্ষাধিক টাকার পেঁয়াজের বীজ ও রসুন। একই সঙ্গে আগুনের শিখায় গুরুতর জখম হয়েছে দু'টি গবাদি পশু। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নিমতলা মালাকার পাড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে গোয়ালঘরে মশার উপদ্রব কমাতে ধূপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেই অসাবধানতাবশত আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। গবাদি পশুর আর্তনাদ ও আগুনের আলো দেখে দ্রুত ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দা ও এলাকার যুবকরা। তাঁদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে, ফলে আশেপাশের বাড়িগুলি বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

তবে অগ্নিকাণ্ডে গোয়ালঘরে থাকা পেঁয়াজের বীজ, রসুন ও অন্যান্য সামগ্রী সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, আগুনে দু'টি গোরুর পুরো শরীর মারাত্মকভাবে ঝলসে গিয়েছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা গবাদি পশুগুলির দ্রুত সুস্থতার জন্য সরকারি পশু চিকিৎসার আবেদন জানিয়েছেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাড়ির মালিক।খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ও এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব তার বাড়ি পৌঁছে উপযুক্ত সাহায্যের আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি গরু দুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

জাতীয় সড়কের জমি দখল, নির্মাণের অভিযোগে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: জাতীয় সড়কের জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগে এবার সরাসরি অভিযানে নামল কর্তৃপক্ষ। শনিবার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজোরা মোড় থেকে অন্ডাল মোড়ের মাঝামাঝি এলাকায় শুরু হল বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদ। জাতীয় সড়কের ওপর এবং রাস্তার একেবারে গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা অনুমোদনহীন একাধিক নির্মাণে চালানো হল উচ্ছেদ অভিযান।

দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কের জায়গা দখল করে এই নির্মাণগুলি কী ভাবে টিকে ছিল, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, রাস্তার নির্ধারিত পরিসর দখল করে নির্মাণ গড়ে ওঠায় এক দিকে যেমন যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছিল, অন্য দিকে তেমনই ব্যস্ত সড়কে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছিল। রাস্তার জায়গা দখল করে এমন নির্মাণ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে সেই বার্তাই স্পষ্ট করল কর্তৃপক্ষ।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, জাতীয় সড়কের ওপর ও সংলগ্ন এলাকায় থাকা অনুমোদনহীন নির্মাণ চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে সরিয়ে দেওয়া হবে। রাস্তার জায়গা দখলমুক্ত করে

যান চলাচল স্বাভাবিক করাই অভিযানের মূল লক্ষ্য।তবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এত দিন ধরে জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ পথে এই সব নির্মাণ কী ভাবে চলল, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। শুধু নির্মাণ ভাঙলেই কি দায় শেষ, না কি এত দিন নজরদারির অভাবের জন্যও জবাবদিহি হবে, তা নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা।

আয়ুষ্মান ভারত কার্ড না-হলে, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য যোজনা করা হবে: অজয় পোদ্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: যারা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের আওতায় আসবেন না, তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য যোজনা করা হবে। সড়ক নির্মাণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দু'লক্ষ কোটি টাকার প্রজেক্ট দিয়েছেন।আসানসোলে দলীয় সভাতে এসে সাংবাদিকদের বললেন মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। শনিবার আসানসোলের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল লাভার্থী সম্পর্ক অভিযান।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার, পাণ্ডবেশ্বর এর বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়, জামুড়িয়ার বিধায়ক বিজন মুখোপাধ্যায় আসানসোলে উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের জনহিতকর যেসব প্রকল্প প্রকল্প রয়েছে , সেই প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যাবে, সেই বিষয়ে বিজেপি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।এদিন সভার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডাক্তার অজয় পোদ্দার বলেন, আগে তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের কোন জনহিতকর প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিত না। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার সমস্ত রকম কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্প প্রত্যেকটি পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। তাই দলীয় কর্মীরা যাতে এইসব প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে অবগত করে, তাদের এই প্রকল্পের আওতায় আনতে সাহায্য করে তার জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবির।

তিনি বলেন কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্প ইতিমধ্যেই রাজ্যে চালু হচ্ছে। কিন্তু যারা এই প্রকল্পের মধ্যে আসবেন না তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য যোজনা করা হবে। যাতে রাজ্যের প্রত্যেকটি পরিবার স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

ডাক্তার পোদ্দার বলেন, তিনি সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য সড়কের ব্যাপারে কথা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যের জন্য দু' লক্ষ কোটি টাকার প্রজেক্ট দিয়েছেন। খুব শীঘ্রই তিনি ডিপি আর জমা দেবেন। ভবিষ্যতে গোটা রাজ্যের কোথাও কোন রাস্তা বেহাল দশায় পড়ে থাকবে না।

বকেয়া পাওনার দাবিতে গ্রামীণ উন্নয়ন ঠিকাদারদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকের গ্রামীণ উন্নয়ন ঠিকাদারদের নিয়ে খণ্ডঘোষের দাইচাঁদা এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার পর দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া টাকা না-পাওয়ার অভিযোগ তুলে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।ঠিকাদারদের দাবি, 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' প্রকল্প-সহ বিভিন্ন সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ তাঁরা করেছেন। রাস্তা নির্মাণ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন পরিকাঠামো গত উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করার পর নিয়ম মেনে বিল জমা দেওয়া হলেও এখনও বহু ঠিকাদার তাঁদের প্রাপ্য টাকা পাননি।

বৈঠকে ঠিকাদাররা অভিযোগ করেন, কাজ শেষ করে বিল জমা দেওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও টাকা না-মেলায় তাঁরা আর্থিক সমস্যার মুখে পড়ছেন। তাঁদের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত কাজের বিল যাচাই করে বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দিতে হবে।রুরাল ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, বর্ধমান শাখার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে নন। সরকারি উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁরা এলাকার উন্নয়নে সহযোগিতা করে চলেছেন। কিন্তু কাজ করার পর প্রাপ্য অর্থ না পাওয়া নিয়ে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রথমে প্রতিটি ব্লকে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এরপর আগামী ১৮ অগস্ট পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। গত বছরের কাজের বকেয়া টাকা কবে মেটানো হবে, প্রশাসনের কাছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট সময়সীমা জানতে চাইবেন ঠিকাদাররা।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ডিএমের কাছে ডেপুটেশনের পর কিছুদিন তাঁরা অপেক্ষা করবেন। এরপরও যদি বকেয়া টাকা মেটানো না হয়, তাহলে পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে ফের বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।বৈঠকের আহ্বায়ক শেখ পারভেজউদ্দিন বলেন, তাঁদের মূল দাবি একটাই;যে কাজ তাঁরা করেছেন, সেই কাজের প্রাপ্য অর্থ দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, 'কাজ করেছি, ঘামের দামে, পাওনা টাকার দাবিতে ঠিকাদারদের রাস্তায় নামানো যাবে না।' সরকারি উন্নয়নের স্বার্থে তাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান, তবে বকেয়া পাওনা দ্রুত মেটানোর দাবি থেকেই তাঁরা সরে আসবেন না।

ছিনতাইয়ে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ১২ জুন সন্ধ্যায় পানাগড় বাজারে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে।ওই ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।এর পরেই কাঁকসা থানায় ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী লিখিত অভিযোগ জানালে অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শেরআলি খান ওরফে টেংয়াড়ি।শনিবার ধৃতকে মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ওই দিন সন্ধ্যায় পানাগড় বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুবীর পাল পানাগড় বাজারে সোনার দোকান বন্ধ করে বেশ কিছু সোনা এবং রুপোর গহনা এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাগে ভোরে নিজের স্কুটি চেপে দোকান থেকে বেরিয়ে সামান্য রাস্তা এগোতেই একটি বাইকে চেপে দুইজন আরোহী তার হাতের ব্যাগ টেনে চম্পট দেয়। টানাটানি করার সময় স্কুটি থেকে রাস্তায় পড়ে যান ওই ব্যবসায়ী। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ধরার চেষ্টা করলেও তাদের ধরতে পারেনি। রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হন ওই ব্যবসায়ী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। পাশাপাশি এই ঘটনায় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের ধরার চেষ্টা শুরু করে পুলিশ। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্তে নেমে সূত্র মারফত খবর পেয়ে শের আলী মন্ডলের সন্ধান পায়।এর পরেই তাকে শুক্রবার রাতে কাঁকসার মোল্লাপাড়ার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে শনিবার মহকুমা আদালতে পেশ করে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ছিনতাই হওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয় নি।ধৃতকে পুলিশ জেফাজতে নিয়ে সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করার পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তার সন্ধান চালানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দল বা সংগঠনের নামহীন গেরুয়া কুপনে টাকা তোলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: কুপনের মাধ্যমে বাস মালিকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছে। কিন্তু সেই কুপনে নেই কোনও দল বা সংগঠনের নাম। শুধুমাত্র গেরুয়া পতাকার ছবি ছাপা কুপনের মাধ্যমে গুসকরা বাসস্ট্যান্ডে প্রত্যেকটি বাস থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা তোলা শুরু হয়েছে বিগত চার পাঁচ দিন ধরে। এনিয়ে স্থানীয় এলাকায় চাপানউতোর শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, গুসকরা বাসস্ট্যান্ডে আগে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের অফিস ছিল। বাসস্ট্যান্ড ঢোকার মুখেই সেই ইউনিয়ন অফিস থেকে বিভিন্ন রুটের বাসগুলিকে পরিচালনা করা হত। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই তৃণমূল কংগ্রেসের সেই ইউনিয়ন অফিসের রঙ বদলে গিয়ে এখন গেরুয়া হয়েছে। উড়ছে বিজেপির পতাকা। পাশাপাশি শোভা পাচ্ছে গেরুয়া শিবিরের শাখা সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের পতাকা। এই ইউনিয়ন অফিসে সংগঠনের হোল টাইমাররা থাকেন।

জানা গিয়েছে গুসকরা বাসস্ট্যান্ডে যেসব বাস দাঁড়ায়, তাদের কাছে রোজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা করে ফি আদায় করে গুসকরা পুরসভা। পুরসভা থেকে কর্মীদের রাখা হয়েছে কুপনের মাধ্যমে ওই প্রবেশ ফি আদায় করতে। পাশাপাশি চলতি মাসের শুরু থেকে ভারতীয় মজদুর সংঘের ইউনিয়ন অফিস থেকে বাস পিছু ৩০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে কুপন। তবে কুপনে নেই কোনও সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের নাম। শুধুমাত্র গৈরিক পতাকার ছবি ছাপা হয়েছে। এনিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের জেলা নেতৃত্ব দাবি করেছেন, তাঁদের সংগঠন থেকে সরাসরি ওই চাঁদা নেওয়া হয়নি। তবে সংগঠনের অনুমতি নিয়ে গুসকরা বাস শ্রমিক সংগঠন এই অনুদান তুলছে। কারণ যে কর্মীরা পরিষেবা দিচ্ছেন তাঁদের ন্যুনতম খরচ তোলার জন্য এই অনুদান নেওয়া হচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দুই ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলেন দুই ভাই।তার মধ্যে এক ভাই গুরুতর আহত থাকায় তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।অন্য জন অল্পবিস্তর আহত হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আহতরা হলেন বিজয় হালদার এবং ধনঞ্জয় হালদার।

জানা গিয়েছে, তাদের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত নবীনগরে। শনিবার দুপুরে বাইকে চেপে দুই জন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পড়ে যায়।স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আদালতে নিয়ে যেতে উপপ্রধানকে 'ভিআইপি' আপ্যায়নের অভিযোগ, থানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বীরবাহাদুর সিংকে আদালতে পেশ করার সময় পুলিশের তরফে 'ভিআইপি সুবিধা' দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে শুক্রবার অন্ডাল থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হল বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানা চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে নিয়ম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, বীরবাহাদুর সিংয়ের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছে। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে পুলিশের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই অভিযোগ তুলে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা এবং পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আইনের চোখে সকলেই সমান। অথচ শাসকদলের জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে আলাদা আচরণ করা হয়েছে, যা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে।যদিও বিজেপির এই অভিযোগ নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৬তম প্রয়াণ দিবস মর্যাদার সঙ্গে পালন হলো বীরভূমে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে সিউড়ি রবীন্দ্রসদনে কথায় ও গানে কবি গুরুকে স্মরণ করলেন জেলার শিল্পীরা।

চুঁচুড়ার রাস্তায় ফের বড়সড় ধস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দীর্ঘদিন ধরে পিপুলপাতি থেকে বকুলতলা রোডে কেএমডিএ পাইপলাইন বসানোর কাজ করছে।চুঁচুড়ার রাস্তায় ফের বড়সড় ধস। এরই মধ্যে বৃষ্টি। শনিবার আচমকাই সেই রাস্তার একটা অংশে ধস নামে। গৃহবন্দি এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। কেএমডিএ-র কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদারকে স্পষ্ট বার্তা দেন,মানুষের ভোগান্তি এই সরকার বরদাস্ত করবে না। দ্রুত কাজ শেষ না করলে ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেওয়া হবে বলে কড়া বার্তা দেন বিধায়ক। এর আগে গত জানুয়ারিতেই ধস নামে এই রাস্তায়। সেই সময়েও এই একই অভিযোগ উঠেছিল।

চুঁচুড়া পুরসভার একাধিক রাস্তাঘাট বেহাল। এর মধ্যে রয়েছে পিপুলপাতি থেকে বকুলতলা

রোড পর্যন্ত রাস্তাও। যা পুরসভার ১২ এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটি। মহকুমাশাসকের বাংলো, কলেজ, স্কুল থেকে শুরু করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অফিস এই রাস্তাতেই। রাস্তার ধারে একাধিক আবাসনও রয়েছে। অথচ এই রাস্তাতেই দিনের পর দিন পাইপলাইনের কাজ চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

হঠাৎ করে এ দিন রাস্তায় ধস নামায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁরা বাড়ি থেকে বেরোতে পারছেন না। তাঁদের অভিযোগ, একে রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে, তার উপরে ধস। এমনকি রাতে পাইপলাইনের কাজ চলার সময়ে বাড়িঘর কাঁপছে। আতঙ্কে ঘুমোতে পারছেন না তাঁরা। এ নিয়ে ঠিকাদার সংস্থাকে জানালেও বাসিন্দাদের কোনও কথাতেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, 'যেখানে বালি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে দেওয়ার কথা, সেখানে মাটি দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে ধস নামছে। ঠিকাদার সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হয়েছে।

অ্যালগরিদম নতুন করে সাজাতে মেটাকে নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: প্রযুক্তি সংস্থা মেটার সঙ্গে টানাপড়েনের মাঝে ফের পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। এ বার মেটাকে তার অ্যালগরিদম নতুন করে সাজানোর জন্য বলেছে বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে এমনটাই জানাচ্ছে এএনআই। বিশেষ করে ডিপফেক বা কোনও বিকৃত কনটেন্ট বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচারের রুখতে সুনির্দিষ্ট অ্যালগরিদম তৈরির উপরে জোর দিয়েছে কেন্দ্র। এই বিষয়গুলি মেনে চলতে কী পদক্ষেপ করছে মেটা, সে বিষয়েও একটি বিস্তারিত রোডম্যাপ জমা দিতে বলা হয়েছে।

এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আইন মেটা ঠিকঠাক মেনে চলছে কি না, তার উপরেও নজর রাখছে কেন্দ্র। পিটিআই সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবারের বৈঠকেই সে বিষয়টি উঠে আসে। তাতে প্রযুক্তি সংস্থাও কেন্দ্রকে আশ্বাস দেয়; তারা ডিপফেক, বট বা আপত্তিকর কনটেন্টের সমস্যা দূর করতে বদ্ধপরিকর। অর্থের বিনিময়ে একপেশে তথ্যের প্রচার বা অপপ্রচার চালানো কিছু কনটেন্টের 'বুস্ট' নিয়েও ওই বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল কেন্দ্র। সূত্রের খবর, এই ধরনের ঘটনাগুলি ঠিক ভাবে সামাল দিয়ে উঠতে না পারার জন্য কেন্দ্রের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল প্রযুক্তি সংস্থা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি পোস্ট সাময়িক ভাবে সমাজমাধ্যম থেকে মুছে দেয় মেটা। সেখান থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে মেটা-কর্তাদের তলব করেছিল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট সাময়িক ভাবে মুছে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে ক্ষমাও চায় মেটা। এ সবের মধ্যে চলতি সপ্তাহে পর পর তিন দিন ধরে কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক হয় মেটার আধিকারিকদের। সেখানে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ও উঠে আসে।

এএনআই সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক ওই বৈঠকের সময়েই মেটাকে অ্যালগরিদম ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য বলেছে কেন্দ্র। এই বিতর্কের মাঝেই এ বার মেটার পরবর্তী পরিকল্পনা কী রয়েছে, তা জানতে চাইল কেন্দ্র।

অরুণাচলে চিনা নজর এড়াতে ২৭টি এলাকার নামবদল দিল্লির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইটানগর, ৮ অগস্ট: অরুণাচলে চিনের চোখ রাঙানির পালটা জবাব দিল ভারত। চোখে চোখ রেখে এবার অরুণাচলের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় অবস্থিত চিন অধিকৃত তিব্বতের ২৭টি জায়গার নামবদল করল নয়াদিল্লি। সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফে অরুণাচল প্রদেশের নয়া মানচিত্রে এই নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ম্যাকমোহন লাইনের এপারে যেভাবে একের পর এক জায়গার নামবদল করেছে চিন, তারই পালটা এই পদক্ষেপ বলে জানা যাচ্ছে।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এই বিষয়ে বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'অরুণাচল প্রদেশের সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারত সরকারের সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফে এই মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে মোট ২৭টি জায়গা ও

সেখানকার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে।' কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশের সার্ভে অব ইন্ডিয়ার মানচিত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে এগুলি চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হল, জায়গাগুলির স্বীকৃতি সহজ করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

জানা যাচ্ছে, যে ২৭টি জায়গার নামবদল করা হয়েছে তার মধ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। বাকিগুলির মধ্যে রয়েছে সুবানসিরি জেলার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি সীমান্ত গ্রাম লংজু, মাজা ও বিসা। ম্যাকমোহন লাইন বরাবর জোলা, রিজালা এবং পুকুর লা নামে তিনটি গিরিপথও রয়েছে এই তালিকায়। ১৯৬২ সালের যুদ্ধক্ষেত্র থাগ লা গিরিপথটি তাওয়াং জেলার সীমান্তে অবস্থিত। যে এলাকাগুলিকে মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এগুলি ভারতের সামরিক মানচিত্রে রয়েছে।

এমনকি ১৯৬২ সালের পুরোনো মানচিত্রেও আগে থেকেই চিহ্নিত করা আছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই তালিকায় রয়েছে এলএসি সংলগ্ন বিতর্কিত গ্রাম লংজু। যা ১৯৫৯ সাল থেকে চিনের দখলে রয়েছে, কিন্তু নয়াদিল্লির দাবি ওই গ্রাম ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস, ধৃত বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্যফাঁসের অভিযোগে বায়ুসেনার উইং কমান্ডারকে গ্রেপ্তার করা হল দিল্লিতে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বায়ুসেনার ওই আধিকারিক বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে 'অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের এক সূত্রের দাবি, উইং কমান্ডারকে 'যৌনতার' ফাঁদে ফেলেন পাক গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকেরা। তার পর তাঁর কাছ থেকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য হাতানো হয়। ওই সূত্রের দাবি, উইং কমান্ডার তাঁর এক সহকর্মীর মোবাইলে তথ্য চুরির সফটওয়্যার ইনস্টল করে দেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে তিহাড় জেলে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারী সূত্রের খবর, যে সমাজমাধ্যমে উইং কামান্ডারের কথোপকথন চলছিল, সেই অ্যাকাউন্টটি পাকিস্তান থেকে পরিচালনা করা হচ্ছিল। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছেন কি না, তা চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লি পুলিশের

এক সূত্রের দাবি, দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এবং বাহিনীর গোয়েন্দা সংক্রান্ত তথ্য জোগাড়ে একটা বড় চক্র কাজ করছে। সেই চক্রের হদিশ পেতেই বায়ুসেনার ওই আধিকারিকের নাম উঠে আসে। তার পরই গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্রের খবর, ৩১ মে ওই আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়। বায়ুসেনার এক মুখপাত্রের দাবি, অভিযুক্ত কামান্ডারকে অনেক দিন ধরেই নজরে রাখা হচ্ছিল। তার পরই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই কামান্ডারের ব্যক্তিগত জীবনেও টানাপড়েন চলছে। সমাজমাধ্যমে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর। তার পর ঘনিষ্ঠতা। ভিডিয়ো কল, চ্যাটিং, সবই চলত। বিশ্বাস অর্জন করার পর ওই আধিকারিকের কাছে বাহিনী সংক্রান্ত নানা তথ্য চাইতে শুরু করেন মহিলা। ছবি এবং ভিডিয়োও চেয়ে পাঠান। তদন্তে জানা গিয়েছে, সেই ফাঁদে পড়ে উইং কমান্ডার তথ্য পাচার করেছেন বলে অভিযোগ। তবে কী কী তথ্য পাচার করেছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

ইতিহাস গড়লেন স্কোয়াড্রন লিডার ভাবনা কান্থ

নয়াদিল্লি, ৮ অগস্ট: নজির গড়লেন ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার ভাবনা কান্থ। দেশের প্রথম মহিলা ফাইটার পাইলট হিসাবে গোয়ালিয়রের ট্যাকটিকস অ্যান্ড এয়ার কমব্যাট ডেভলপমেন্ট এস্টাব্লিশমেন্ট (টিএসিডিই) থেকে অত্যন্ত সম্মানজনক এবং কঠিন প্রশিক্ষণমূলক কোর্স হিসাবে পরিচিত 'ফাইটার কমব্যাট লিডার' (এফসিএল) কোর্স সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করলেন তিনি। ২০ সপ্তাহের এই কোর্সটি ভারতীয় বায়ুসেনার অত্যন্ত সম্মানজনক, উন্নত, কঠিন এবং সর্বোপরি চূড়ান্ত শারীরিক

দক্ষতার পরিচায়ক প্রশিক্ষণ পর্ব হিসাবে মানা হয়। কেবলমাত্র 'সেরার সেরা', বাছাই করা, সুযোগ্য ফাইটার পাইলটরাই এর অংশ হতে পারেন। এই প্রশিক্ষণ-পর্ব সফলভাবে পেরোতে পারার অর্থ ভবিষ্যতে সেই পাইলটদের দেশকে যে কোনও জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ আকাশযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য হিসাবে মানা হয়। পাশাপাশি, তাঁদের বায়ুসেনার একেবারে প্রথম সারির কমব্যাট ট্যাকটিশিয়ান তথা রণকৌশলবিদের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। টিএসিডিই-কে আইএএফ-এর আকাশ-অভিযানের রণকৌশল প্রশিক্ষণের অগ্রণী কেন্দ্র হিসাবে ধরা হয়। এমনকী, একে মার্কিন বায়ুসেনার 'টপ গান'-এর সমতুলও মনে করা হয়।

হিমাচলের খাদে যাত্রীবাহী বাস পড়ে মৃত ৭, আহত ১১

ধরমশালা, ৮ অগস্ট: হিমাচল প্রদেশের চম্বায় শনিবার সকালে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল সাত যাত্রীর। আহত হয়েছেন ১১ জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। এটি একটি বেসরকারি বাস। বৈরাগড় থেকে চাম্বা যাচ্ছিল সেটি। বাসে চালক এবং কন্ডাক্টর মিলিয়ে মোট ১৮ জন ছিলেন। বৈরাগড়-তিসা রোড ধরে যাচ্ছিল বাসটি। বৈরাগড় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর চালুজের কাছে একটি পাহাড়ি বাঁকে বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। এর পরই সেটি উল্টে প্রায় ১০০ ফুট নীচে গিয়ে পড়ে। বাসের ভিতরে আটকে পড়েন যাত্রীরা। পুলিশ জানিয়েছে, বাসের ছাদ নীচের দিকে ছিল। বাসের চাকা ছিল উপরের দিকে। যাত্রীদের চিৎকারে স্থানীয়েরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও।

রুশ তেল কেনার জন্য ভারতের উপরে ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপাবে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৮ অগস্ট: মার্কিন সেনেটে পাশ হয়েছে নয়া বিল। শুক্রবার পাশ হওয়া বিল আইনে পরিণত হলেই ভারতের উপরে একশো শতাংশ শুল্ক চাপাতে পারবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আসলে রাশিয়ার উপরে বিধিনিষেধ চাপানোর পাশাপাশি রাশিয়ার থেকে যে সমস্ত দেশ তেল কেনে সকলের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার কথাই বলা হয়েছে ওই বিলে। যদিও নয়াদিল্লির তরফে আগেও জানানো হয়েছে, জাতীয় স্বার্থই সবচেয়ে আগে। তাই ভারত রাশিয়া থেকে জ্বালানি কিনবে। অর্থাৎ মার্কিন চোখরাঙানিতে কাজ হবে না। গত বছর ভারত বিরোধী সদ্যপ্রয়াত মার্কিন সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম কড়া সুরে জানিয়েছিলেন আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যারা রাশিয়া থেকে তেল কিনছে তাদের উপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই বিল কার্যকর হয়নি। তবে গ্রাহামের মৃত্যুর পর এই বিল নিয়ে তৎপর হয় হোয়াইট হাউস। এবার সেনেটে ৮৬-১১ ভোটে পাশ হয়ে গেল। সেখানে বলা হয়েছে, যে সব দেশ রাশিয়া থেকে তেল কিংবা অন্য কোনও জ্বালানি কিনছে তারা আসলে পরোক্ষে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলাকেই সমর্থন করছে। এই দেশগুলির উপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবে আমেরিকা।

এর ফলে কেবল ভারত বা চিন নয়, সমস্যা হতে পারে জাপান, আজারবাইজান, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরির মতো দেশেরও। বিলটি এবার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে পেশ করা হবে। সেখানে পাশ হয়ে গেলে তা আইনে পরিণত করতে কেবল ট্রাম্পের স্বাক্ষর প্রয়োজন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই বিল আইনে রূপান্তরিত হতে চলেছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Annual Day to day Operation for 3x105 TR Screw Chillers AC Plant along with associated low side equipments installed at Soujanya, Alipore, Kolktata-27 for the period of 12 (twelve) months" eNIQ No.-WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-49/2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018059_1. Bid submission start date(online): 13.08.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date(online): 19.08.2026 upto 1.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T14696(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeQ is invited by the Assistant Engineer-II, P.W.D. Nabanna Electrical Sub-Division. NIeQ No. 10/Q of AE-II NESD 2026-27, Memo No: 823/NESD Date: 07.08.2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5018121_1. Name of Work: Supply, installation, testing and commissioning of different sizes LED smart TV along with different types of TV mounting arrangements for the chamber of HCM, WB and conference room of HCM, WB under NESD, PWD. Last Date of bid submission: 19.08.2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Kundu, Assistant Engineer-II, P.W.D., Nabanna Electrical Sub-Division
ICA- T14701(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-46/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017128_1, is hereby extended up to 15/08/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T14703(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE
IPGME&R-SSKMH - Emergent provision of joint sealing with sikadur combiflex SG at Chest & Cancer bldg. Lift Machine room, ART Centre gr. floor window, Sports Medicine bldg. window at different floors during the year 2026-27. (Civil Works). Earnest Money: Rs. 10,000.00, e-NIQ No. WBPWD/KSHD/EE/NIQ-12 OF 2026-2027, Tender ID: -2026_WBPWD_5018120_1. Bid Submission Start date (online): 13/08/2026 at 1:00 P.M. Bid Submission Closing date (online): 21/08/2026 upto 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & quotation documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, Kolkata South Health Division
ICA- T14704(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-tender is invited by the E.E., NTKMD, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKMD/e-17 of 2026-27 and ID : 2025_PHED_1036934_1 for dewatering inside Balaka Abasan. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 18.08.2026 upto 11:00 A.M. Sd/- EE/NTKMD, P.H.E. Dte.
ICA- T14681(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
NIeT No.– PHE/EE/NIeT-13/2026– 2027 (2ND Call) is invited by the Executive Engineer New Town Kolkata W/S Divn-I, P.H.E. Dte. Details information about the tender will be available in the website – www.wbtender.gov.in as well as in the office notice board.
ICA- T14669(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Day to day operation & maintenance of entire electrical installations including Sub-Station, compound lighting etc at State Music Academy, 36 Prince Anwar Shah Road , Kolkata [for period of 36 (thirty six) months.] " eNIQ No.-WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-50/2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018062_1. Bid submission start date(online): 13.08.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date (online): 27.08.2026 upto 1.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T14695(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PWDte. invite online e-tender for the work "Construction of Skill Lab at Academy Building Under Kolkata Medical College & Hospital - (Part II). A.C Installation Work." e-NIQ No. WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-15/2nd Call/2026-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5018117_1. Bid Submission Start Date (online): 14/08/2026, 1.00 P.M. Bid Submission Closing Date (online): 27/08/2026 up to 1.00 P.M. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- U. Bala/EE-II/KNHED/PWDte.
ICA- T14667(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E-Tenders is invited by the undersigned for the work "Upgradation and renovation for conversion from Manual to Auto Door of 03nos 08 passenger (G+7) elevator at Main Building, Commercial Taxes Complex, Kolkata." NOTICE INVITING E-TENDER No: WBPWD/EE/34/IR/T/KCED/II of 2026-27 & Tender ID-2026_WBPWD_5018099_1. Bid Submission end date - 27.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T14711(3)/2026

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Roads of Jag Jayanti Sarani, Sector 2C in between Sargam Sarani and Gandhar Sarani, Apple Avenue Left Side and Carmel School to Manna Bazar via Arunavat Club within Ward No.- 27 and 24 within Borough 03, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-059/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018185_1 • Estimated Amount : 30,17,278/-
2) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Road from Kandeswar Health Centre to Kada Road More, Ward No.- 12 and 13, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-066/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018187_1 • Estimated Amount : 44,87,103/-
3) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Road at Agrani Lane and J.K. Paul Lane, Ward No.-15, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-067/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018190_1 • Estimated Amount : 19,92,112/-
4) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Road at Ananda Gopal Mukherjee Sarani (Benachity Nachan Road), Ward No.- 14, 15, 17, 18, 19, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-068/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018191_1 • Estimated Amount : 16,41,679/-
5) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Road from Sashan Kali Temple to Ghosh Market via Choroktola, Ward- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-070/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018197_1 • Estimated Amount : 17,04,082/-
6) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Road from Asbey More to Station Bazar, Hattola More to T N School and towards Karangapara Shiv Temple, Ward 30, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-071/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018199_1 • Estimated Amount : 26,06,552/-
7) Name of the Work: Patch Repairing from Gopalmath Main Road to T Ruidas House (Bazar Street Road) within Ward- 35, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-061/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018188_1 • Estimated Amount : 13,04,994/-
8) Name of the Work: Pot-holes Repairing from Palashdiha Main Road to Piyala Village and from DMC More to Disha Rotary within Ward- 32, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-062/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018189_1 • Estimated Amount : 52,24,800/-
9) Name of the Work: Pot-holes Repairing at Surya Sen Sarani from Gandhi More to Mayabazar Rail Gate within Ward- 32, 33, 36, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-063/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018192_1 • Estimated Amount : 75,80,878/-
10) Name of the Work: Potholes Repairing of Mohonbagan Sarani, Ward No.- 04, within DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-065/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018195_1 • Estimated Amount : 67,62,178/-
11) Name of the Work: Repairing of Bituminus Road from Goal Park to Mahananda Pally via Ambagan, Ward No.- 40, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-074/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018200_1 • Estimated Amount : 14,52,751/-
12) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminus Road from Railgate to Wood Industry via Irrigation Colony, Ward No.- 40, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-075/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018201_1 • Estimated Amount : 16,98,231/-
13) Name of the Work: Repairing of Bituminus Road from PCBL to Cinema Road Shiv Mandir, Ward No.- 30, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-076/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018202_1 • Estimated Amount : 30,80,439/-
14) Name of the Work: Repairing of Bituminus Road near Kalpataru Maidan and DPL Girls School and from Dumurtola to Bottala, Ward No.- 40, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-077/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018205_1 • Estimated Amount : 32,92,914/-
Last Date : 22nd August 2026, up to 05:00 pm
15) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Road from Central Bank of India to Bankura More via Sramik Nagar, Ward No.- 41, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-073/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018198_1 • Estimated Amount : 9,17,804/-
16) Name of the Work: Potholes Repairing of Rode from William Carry Ave to Mahuabagan connecting within Ward No.- 2, 3 within DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-064/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018193_1 • Estimated Amount : 8,82,703/-
17) Name of the Work: Pot-holes Repairing from Surya Sen Sarani to Palashdiha Ground within Ward- 32, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-060/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018186_1 • Estimated Amount : 9,82,100/-
18) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from SBSTC Garage to Kalipur Gram and Gammon More to Adibedi Puja Mandap within Ward No.- 31 and 39, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-072/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018196_1 • Estimated Amount : 9,94,519/-
19) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Road from Khejurtola More to Hanuman Mandir, Ward- 40, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-069/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018194_1 • Estimated Amount : 4,76,177/-
Last Date : 17th August 2026, up to 05:00 pm
For details : tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ময়দান

কলকাতা পুলিশকে হারিয়ে লিগে অপরাজিত মহামেডান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: দীর্ঘদিন বাদে বারাসত স্টেডিয়ামে ফিরেছে কলকাতা লিগের ম্যাচ। শুক্রবার বারাসত স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব ও খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব। শনিবার এই স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও কলকাতা পুলিশ। ২-০ গোলে পুলিশকে হারাল সাদা-কালো ব্রিগেড। দু'টি গোল করেছেন ফারদিন আলি মোল্লা ও লালথানকিমা।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ছেলেরা। অন্যদিকে অনভিজ্ঞ ছেলেদের নিয়ে কলকাতা পুলিশ বড় দলের বিরুদ্ধে তেমন লড়াই দিতে পারল না। ম্যাচের ১৯ মিনিটে মহামেডান স্পোর্টিংকে গোল করে এগিয়ে দেন ফারদিন আলি মোল্লা। অ্যাডিসন সিং-এর দুর্দান্ত পাস থেকে বল বারে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। বক্সের ভিতরে চকিতে ঢুকে ঘুরে গিয়ে শট নেন ফারদিন। ২৩ মিনিটে ইসরাফিল দেওয়ান সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ২৫ পুলিশ সমতায় ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল, বাঁচিয়ে দেন মহামেডানের গোলকিপার শুভদীপ পন্ডিত। ৫১ মিনিটে লালনগাইসাকা গোল উদ্দেশ্য করে শট নিলেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৬১ মিনিটে আবারও সুযোগ পায় মহামেডান, অ্যাডিসনের পাস পেয়েও বল জালে জড়াতে ব্যর্থ রেমসঙ্গা। ৭২ মিনিটে সাকার বাড়ানো থ্রু পাস থেকে লালথানকিমা গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন। ঘরের মাঠ নাহলেও বারাসাত স্টেডিয়ামে মহামেডান সমর্থকরা এসেছিলেন প্রচুর সংখ্যায়। ম্যাচ শেষে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরলেন তারা।

পিতৃবিয়োগ মেসির প্রয়াত হোর্হে মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেসির পথচলার শুরুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর বাবা হোর্হে মেসির। সেই মানুষটিই আর নেই। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর শুক্রবার রাতে আর্জেন্টিনার রোজারিওর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হোর্হে মেসি। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ইনফোবায়ে' তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছে। লিওনেল মেসির জীবনে হোর্হে শুধু বাবা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ছেলের প্রথম অভিভাবক, পরামর্শদাতা এবং ফুটবলজীবনের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক। রোজারিওতে ছোট্ট মেসি যখন নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজের হয়ে ফুটবলের প্রাথমিক পাঠ নিচ্ছেন, তখনই হোর্হে বুঝতে পেরেছিলেন ছেলের মধ্যে থাকা অসাধারণ সম্ভাবনার কথা। তবে মেসির শৈশব একেবারেই সহজ ছিল না। অল্প বয়সেই তাঁর শারীরিক বৃদ্ধির সমস্যা ধরা পড়ে। সেই সময় ছেলের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা এবং একই সঙ্গে তাঁর ফুটবল স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পরিবারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হোর্হে হাল ছাড়েননি। প্রতিকূলতার মধ্যেও ছেলের পাশে থেকে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। সেই প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় অধ্যায় শুরু হয় মেসির মাত্র ১৩ বছর বয়সে। ছেলের প্রতিভার প্রতি বিশ্বাস রেখে হোর্হে তাঁকে নিয়ে পাড়ি দেন স্পেনে। বার্সেলোনায় শুরু হয় নতুন অধ্যায়।

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Secondary Transfer point at Bongaon Hospital Compound in ward no-10 under Bongaon Municipality.
NIT No.: A) WBMAD/NIeT/28/BM/2026-27/PWD Dated: 08/08/2026, Tender ID: 2026_MAD_1037123_1
1. Bid Submission Start date– 08/08/2026 at 18.00. 2. Date & Time of Pre-bid meeting- 13/08/2026 at 14.00. 3. End date– 24/08/2026 at 18.00. 4. Bid opening date- 26/08/2026 at 18.00. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

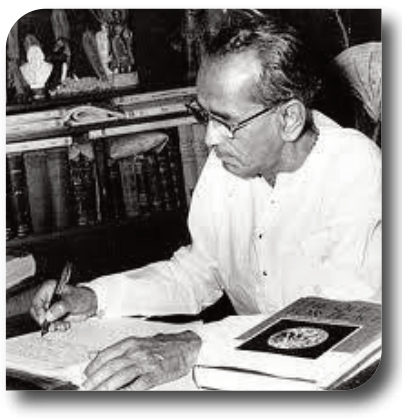

‘... সেই পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই’

শান্তনু রায়

বিপ্লবী নলিনী বাগচির সংস্পর্শ সদ্য তরুন মনে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জাগালেও বিপ্লবাত্মক ধ্যানধারণা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তাঁর মনে কখনো রেখাপাত করেনি। তবে ১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেও কলেজ ছাড়তে হয় পুলিশের কাছে রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের তালিকায় তাঁর নাম থাকায়। অহিংসা নীভি ও ১৯২১এ অসহযোগ আন্দোলন গভীরভাবে আলোড়িত অনুপ্রাণিত দেশসেবার ব্রত গ্রহণকরে বীরভুমের গ্রামে গ্রামে ঘোরা তরুন তারাশংকর গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ১৯৩০ এ কিছুদিনের জন্য কারাবাস হয়।

ভারতবর্ষের চিরন্তন কল্পনার কাল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভরা- অন্যায় মিথ্যা শোষণ ও নিরন্নহীন সত্যযুগের আমন্ত্রন ধ্বণিত হয়েছে ‘পঞ্চগ্রাম’ এর নায়ক আসলে উপন্যাসকার তারাশঙ্করের দ্বিতীয় সত্তা দেবু পণ্ডিতের আশাবাদী স্বগত এই উচ্চারণে।

গ্রামীণ সাধারণ গণমানুষই ঈশ্বর বা ‘গণদেবতা’রূপে প্রতিবিম্বিত জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত গণদেবতা’ উপন্যাসের(১৯৪২) অবিচ্ছেদ্য অংশ এই ‘পঞ্চগ্রাম’। আষাঢ় মাসে মহাগ্রামে রথযাত্রা উৎসবের ঢাকের বাদ্যের আবহে শুরু এ উপন্যাস সমাপ্ত হচ্ছে এক মহাঅভীপ্সার সাবলীল উচ্চারণে-আনুষ বাঁচিতে চায় মানুষের পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই।...আমি যাহা শিখিয়াছি শোন, আমি কাহারও চেয়ে বড় নই;কাহারও অপেক্ষা ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার অধিকার আমার নাই আমাকে বঞ্চিত করিবারও অধিকার কাহারও নাইদ।

প্রসঙ্গত এই ‘পঞ্চগ্রাম’ এর অব্যবহিত আগে প্রকাশিত ‘মন্বন্তর’এর স্রষ্টা তারাশঙ্কর সরোজ দত্ত ও বিনয় ঘোষের অনুরোধে ফ্যাসীবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সভাপতি হতে রাজী হলেও তাঁর নিজের কথায়-আমার অহিংসা ও সত্যের উপর বিশ্বাস ধাত্রীদেবতা থেকে মন্বন্তর পর্যন্ত সুস্পষ্ট।...পঞ্চগ্রাম-এর মধ্যে আমার ধ্যান কল্পনা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনকালেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিন ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’ সাহিত্যপিপাসু বাঙালি মনে সাড়া ফেলে সাহিত্যিক পরিসরকে তরঙ্গায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম তারাশঙ্করকে বিশিষ্টতা দিয়েছে উপন্যাস ও ছোট গল্পে বৈচিত্রভরা জীবনকে ফুটিয়ে তোলার তাঁর অসাধারন দক্ষতা

কবি, ধাত্রীদেবতা, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা,মন্বন্তর, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম ইত্যাদি অসংখ্য রসোত্তীর্ন উপন্যাসের স্রষ্টা তারাশঙ্কর উনিশ শতকের উপান্তে শাক্ত ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির মিলনভূমি লাভপুরে জন্মহেতু (১৮৯৮) ‘জন্মস্থান- মাতৃভূমি-পিতৃপুরুষের লীলাভূমি’তে ‘কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমার সুস্পষ্ট প্রকাশে বিস্মিত’ হলেও সেই জনপদে জন্মগ্রহণে কিভাবে ‘ভাগ্যবান’ বোধ করেছেন তা আত্মজৈবনিক রচনা ‘আমার কালের কথা’য় বিধৃত ।

চন্ডীমন্ডপের সমাজের নীরব ভাঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিঘাতে সত্তার গভীরে আলোড়িত তারাশঙ্করের সাহিত্যে বারবার এসেছে সেই ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার এক শ্রেণীনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু মরমী চিত্রন তাঁর রচনায় লোকায়ত সংস্কৃতির কেন্দ্রভুমি বীরভুম অঞ্চলের সাধারন মানুষেরকথা--যাদের জীবন ও যাপন কিঞ্চিৎ রহস্যেঘেরা হলেও এসেছে তাঁর সাহিত্যে, তাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও প্রত্যক্ষ করার সুযোগে পুরোনো একটা যুগের বিলীয়মানতা ও নতুন যুগের আগমনের পদধ্বনি--নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মুল্যবোধের পরিবর্তন,বিদায়ী পুরাতন ও নবীনের সংঘাত ও মিথষ্ক্রিয়ার দ্যোতনা যেন সুপরিস্ফুট ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ‘আরোগ্য নিকেতন’-নাটকেও সম্পূর্ন আধুনিকতা-বিমুখ নাহলেও প্রাচীন সমাজবিধির প্রতি এক ধরনের মমত্ববোধ প্রতীতি কিঞ্চিৎ রক্ষণশীলতাও ছিল কিন্তু নবজীবনের চিত্রও সৃজিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে অনেকে অবশ্য তার সাহিত্যে জাতীয়জীবনে শিল্পায়নের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবনে খামতির উল্লেখ করেন

তবে অনেকের মতো তাঁরও সাহিত্যকর্মের সূচনা কবিতা দিয়ে- জলধর সেনের সে সময়কার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ‘ভারতবর্ষ’-এ প্রকাশিত একটি কবিতার মাধ্যমে হাতেখড়ি অবশ্য সাত/আট বছর বয়সে বৈঠকখানা বাড়ির একটা খড়খড়ি ওয়ালা দরজার গায়ে খড়ি দিয়ে লিখে পরে আর কবিতা বিশেষ না লিখলেও তাঁর মধ্যে যে এক কবিয়াল সত্তা সতত বিরাজমান ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর কালজয়ী সাহিত্যকর্ম ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাই। জীবনবোধের গভীর উপলব্ধিতে বৃহত্তর পটভুমিকা ও বিস্তৃততর জীবনের ক্যানভাসে মানবজমিনের চিত্রকার স্রষ্টার তাই নিরুচ্চার উচ্চারন-ভালবেসে মিটল না আশ, কুললো না এ জীবনে/হায়! জীবন এতো ছোট কেনে এ ভুবনে ?

সিউড়ি আদালতের প্রতিষ্ঠিত উকিল পিতামহের বিশেষ শামলাটি সযত্নে রক্ষণ করে ডায়েরিতে লেখা পিতৃউপদেশ- ‘ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়,কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়-যতমূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের’ সত্ত্বেও আট বছর বয়সে পিতৃহারা তারাশঙ্করের ললাটে বিধাতার লিখন বোধকরি ছিল অন্য কিছু।

বিপ্লবী নলিনী বাগচির সংস্পর্শ সদ্য তরুন মনে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জাগালেও বিপ্লবাত্মক ধ্যানধারণা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তাঁর মনে কখনো রেখাপাত করেনি। তবে ১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেও কলেজ ছাড়তে হয় পুলিশের কাছে রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের তালিকায় তাঁর নাম থাকায়।

অহিংসা নীভি ও ১৯২১এ অসহযোগ আন্দোলন গভীরভাবে আলোড়িত অনুপ্রাণিত দেশসেবার ব্রত গ্রহণকরে বীরভুমের গ্রামে গ্রামে ঘোরা তরুন তারাশংকর গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ১৯৩০ এ কিছুদিনের জন্য কারাবাস হয়।

সে সময়কার তারাশঙ্করকে অংশত খুঁজে পাওয়া যায় ‘ধাত্রীদেবতা’র শিবনাথের মধ্যে। ‘ধাত্রীদেবতা’র মত জীবনের অনেকখানি জুড়ে থাকা গভীর স্বদেশানুরাগী মা প্রভাবতী দেবী প্রথম রাখীবন্ধনের দিন কিশোর তারাশঙ্করের হাতে একটি রাখী বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন-বাংলার মাটি-বাংলার জল..। তবে কারাবাসকালেই তাঁর উপলব্ধি- রাজনীতি তাঁর ক্ষেত্র নয়,বরং সাহিত্যসৃজনই হবে তাঁর জীবনের ব্রত।

১৯২৯ নাগাদ কল্লোল এ প্রকাশিত ‘রসকলি’ গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক অভিযাত্রা শুরু । জেল থেকে মুক্তির পরপরই প্রকাশিত বন্দিজীবনে সৃজিত সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত ‘চৈতালি ঘূর্নি’ উপন্যাস।

জমিদারী প্রথার ক্রমবিলীয়মানতায় নব শিল্পায়নের আবহে শিল্পপতিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি এবং ব্যাপকতায় গ্রামীন সমাজেও দ্রুত ও ব্যাপক রূপান্তরে বংশানুক্রমিক জমিদারির শরিক তারাশংকরের মন স্বতস্ফুর্ত সমর্থন দিলেও জমিদারির আয়ে অন্নে জীবনধারণে ছিলেন তীব্র বিরোধী সেজন্য লাভপুরের জমিদারবাড়ি-বাস এর স্বাচ্ছন্দ্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে কোলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প ভাড়ার ঘরে প্রথমে একা পরে সপরিবারে কোনক্রমে দিন কাটিয়ে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন অসম্ভব এক জেদ ও ধৈর্যে-লিখেই সংসার প্রতিপালনের লক্ষ্যে।

তারাশঙ্করের মতে ‘মার্কসবাদ সম্মত সমাজ পরিকল্পনা পৃথিবীর শাস্ত্রে একটি মহত্তম আবিষ্কার’ তিনি এও মনে করতেন যে গণনাট্য সংঘ রাজনৈতিক প্রচারকার্যে সব শক্তি নিঃশেষিত না করলে,বাংলার নাট্য আন্দোলনে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করতে পারতেন তবে ‘মন্বন্তর’-এর লেখক তারাশঙ্করকে কম্যুনিস্টরা একদা নিজেদের সমর্থক ভেবে আপ্লুত ও আত্মতৃপ্ত হোন না কেন অচিরেই ঘটে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ-মনোমালিন্য। তাঁর মন্বন্তর উপন্যাসের প্রশংসায় এক সময় যারা পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তারাই পরে অকারণ সমালোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রগতি লেখক সংঘের দপ্তরে আলোচনায় পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত বিভুতিভুষনের ‘অপরূপ মধুর’ গল্পটির বিরূপ সমালোচনায় এবং লেখকের প্রতি মন্তব্যে গভীরভাবে মনক্ষুন্ন হয়েছিলেন তিনি এছাড়াও গান্ধিজীকে প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা জাপানের সাহায্যে দেশকে সামরিক শক্তিদ্বারা স্বাধীন করার উদ্যোগী সুভাষন্দ্রকে ‘কুইসলিং’ আখ্যা দেওয়া তিনি মেনে নিতে পারেননি। তেমনই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতায় কম্যুনিস্টদের ভূমিকা ও তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং গঙ্গাধর অধিকারীর ‘তত্ত্বে’র ভিত্তিতে মুসলিম লীগের দেশভাগ ও পাকিস্তানের দাবির সমর্থনে পার্টির ঝাঁপিয়ে পড়া তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এভাবেই দূরত্ব ও তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯৪৫এ মহম্মদ আলি পার্কে ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পীসঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনে শেষদিনে গেলেও সভায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুধী প্রধানের সঙ্গে মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসে । এবিধ বিরোধের ফলস্বরূপ তাঁর একই উপন্যাসের দু’বার দু’রকম সমালোচনা প্রকাশিত হয় পূর্বে প্রভুত প্রশংসিত হাঁসুলীবাঁকের উপকথার সমালোচনায় ১৩৫৪র পৌষ সংখার ‘পরিচয়’-এ হিরনকুমার সান্যাল লিখলেন-তারাশঙ্করের পাঠকদের অনেকেরই অভিযোগ যে জৌলুষহীন জীর্ণ জমিদারদের নিয়ে তিনি একটু বাড়াবাড়ি করেছেন...। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা একেবারে ভানুমতীর ভেল্কি।...কোপাইয়ের স্রোতে আলোছায়ার আল্পনার মত এখানকার মেয়ে পুরুষের হাসিকান্না।সবই অলীক-অবাস্তব। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অগ্রনী কবি বিষ্ণু দে ১৯৪৭এর শারদীয় পরিচয়-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা’য় তারাশঙ্কর ও কল্লোল-এর অন্যান্যলেখকদের প্রভুত প্রশংসা করলে তিনিও সমালোচনায় বিদ্ধ হন। প্রত্যুত্তরে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা রজের গারোদির মতানুসারী ও সাহিত্যিক শিল্পীর স্বাধিকারের সমর্থক বিষ্ণু দে ‘দলীয়তাহীন বুদ্ধির চর্চা ও জ্ঞান’ এর প্রত্যাশায় আবার লিখলেন পরিচয়-এ-তপাঠকেরা যেন কোনো গল্পে তেভাগা বা ঐরকম কোনো আন্দোলনের ছক না দেখতে পেলে তার লেখককে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় উড়িয়ে না দেন’

যাহোক এমনতর ঘটনাবল্লী প্রেক্ষিতে তারাশঙ্করের উপলব্ধি-কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্যের চেয়ে দল বড়।

অন্যদিকে ‘মন্বন্তর’ এর জন্য ‘মন্দিরা’য় অরুন চন্দ্র গুহের কঠোর সমালোচনা এবং অন্যত্র অন্যান্যদের অভিযোগ ,দোষারোপ ও অসন্তোষের প্রেক্ষিতে আমার সাহিত্য জীবন’ গ্রন্থে তারাশঙ্কর ঐ সৃজন সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য।

সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে অনেক অপমান অবহেলা ও আর্থিক দৈন্যের শিকার হলেও পরবর্তীকালে নিরলস সাহিত্যসাধনার মাধ্যমেই অনেক পুরস্কার,সম্মান স্বীকৃতি লাভের মত সফল হন লক্ষ্মীলাভেও-সর্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত হন পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, পদ্মশ্রী ও পরে পদ্মভুষণ মনোনীত হয়েছিলেন সাহিত্য একাদেমীর ফেলো।

১৯৫১য় সোভিয়েত দেশ পরিভ্রমণের আমন্ত্রন প্রত্যাখান করলেও পরবর্তীকালে ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাসখন্দে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে মনোনীত হয়েছিলেন রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য,রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্যও তাঁর গল্প উপন্যাস অবলম্বনে অন্তত চল্লিশটি চলচ্চিত্র নির্মান হয়েছে।

তবু ‘নিতাই কবিয়াল’-এর স্রষ্টা-জীবন জিজ্ঞাসায় প্রতিনিয়ত তাড়িত মহান সাহিত্যিকের হৃদয়ও কখনো বিষন্ন হয়েছিল কিনা ‘হায়! জীবন এত ছোট কেনে,এই ভুবনে’- এমনতর গোপন আক্ষেপে এ কৌতুহল থেকেই যায়।

সদ্য চলে গেল রাঢ় বাংলার জীবনের সফলতম এই আখ্যানকারের ১২৮তম জন্মবার্ষিকী ।

যে ভূত

শুধুই বন্ধুত্বের

শুভজিৎ বসাক

ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত আড়াইটে। ঘরের নিঝুম, থমথমে অন্ধকারে সুতনুর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা হঠাৎই এক অজানা আতঙ্কে ছিটকে ভেঙে গেল। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন মুহূর্তের মধ্যেই নামল হিমের তীব্র স্রোত। চারপাশটা একদম নিস্তব্ধ; কেবল বন্ধ জানলার ফাঁক গলে দূরের ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ ভেসে আসছে। সুতনু বালিশ থেকে মাথা তুলে কান পাতল। না, কোনো ভুল নেই; একদম স্পষ্ট, ধাতব চুড়ির ঠুনঠুন শব্দ! যেন ঠিক তার পাশে বসেই অলৌকিক কোনো ছন্দে কেউ হাত নাড়ছে!

স্পর্শ দিনকয়েকের জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছে, তাই মস্ত বড় নিঝুম বাড়িটার নিজের উপরের ঘরে

আজকে সুতনু একা। সে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না ঠিকই, কিন্তু রাত আড়াইটের এই গহিন নীরবতায় এমন অদ্ভুত শব্দে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বেশ ভয় পেয়েই ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে সে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল। দৌড়ে বেসিনের দিকে গিয়ে চোখেমুখে কয়েকঘটি ঠান্ডা জল ছিটিয়ে তবেই যেন নিজের স্বস্তির শ্বাস ফিরে পেল। ভয় বস্তুটি বড়ই অদ্ভুত! পেশায় দক্ষ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট হওয়ার দরুন রক্ত, জটিল অস্ত্রোপচার আর জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েন যার নিত্যদিনের সঙ্গী, সে-ও এখন খাটের পাশে টেবিলে রাখা মোবাইলটার দিকে আধঘুম চোখে তাকানোর সাহস পেল না। আলোটা আর নেভানোর দুঃসাহস না দেখিয়ে, ওভাবেই ঘর আলোকিত রেখে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে চোখ দুটো শক্ত করে বন্ধ করে পেটে হাত দিয়ে পড়ে রইল সে।

পরের দিন সকালেই হাসপাতালে যাওয়ার তাড়া, কিন্তু সুতনুর মনটা পড়ে ছিল রাতের সেই রহস্যময় ঘটনাতেই। ট্রাউজার পার করতে করতে স্পর্শকে ফোনটা করতেই ওপার থেকে ভেসে এল তার পরিচিত মিষ্টি গলা, ‘কী গো আমার বীরপুরুষ! রাতের ঘুম ঠিকঠাক হলো তো?’ সুতনু আমতা আমতা করে আগের রাতের ভূতুড়ে কাণ্ডটা বিশদ বর্ণনা করল। কিন্তু তার এই করুণ কাহিনী শুনে সহানুভূতি দেখানো দূরের কথা, ওপার থেকে স্পর্শ খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসির তোড়ে যেন তার দম আটকে যাওয়ার জোগাড়!

‘আহা রে আমার সাহসীবীর! এই তোমার সাহসের দৌড়?’ হাসি সামলে স্পর্শ বলল, ‘শোনো মশাই, কাল রাতে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মোবাইলটা যে কানের পাশে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, সেটা মনে আছে? ওটা কোনো মেছোভূত বা পেত্নীর অলৌকিক তাণ্ডব ছিল না। ওটা ছিল এই এপারে আমার ফোন ধরে থাকার কারণে আমারই হাতের শাঁখা আর চুড়ির শব্দ!’

কথাটা শুনে সুতনু তো একবারে বাক্যহারা! স্পর্শ তখন মৃদু কটাক্ষের সুরে শুধোল, ‘বলি, ফোনটা ঠিক কখন কেটেছে, তা জানো?’

সুতনু বোকার মতো মাথা চুলকে বলল, ‘না মানে... আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...’

’জানবে কী করে! রাত তিনটে নাগাদ কেটেছে; অর্থাৎ প্রায় দু’ঘণ্টা পর!’ স্পর্শ যেন বিজয়ের হাসিতে ফেটে পড়ল।

পুরো ঘটনাটা অনুধাবন করতে পেরে সুতনুর নিজের ওপরই একই সঙ্গে প্রচণ্ড হাসি আর লজ্জা পেতে লাগল। সে পেশায় একজন অত্যন্ত দক্ষ ওটি টেকনোলজিস্ট, আর তার স্ত্রী স্পর্শও একই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসরের একনিষ্ঠ স্বাস্থ্যকর্মী। দুজনের চাকরির কর্মস্থল আলাদা হওয়ায় দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে মেপে রাখা ক্যালেন্ডারের পাতায়; পুরোটাই নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। তাই দূরভাষের তরঙ্গই তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব মেটানোর একমাত্র সেতু।

গতকাল অপারেশন থিয়েটারে কাজের প্রবল চাপ ছিল। সুতনুর অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বশীলতার ওপর অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের চিকিৎসকরা একটু বেশিই আস্থা রাখেন। জটিল একটা সার্জারি শেষ করে সরঞ্জাম গুছিয়ে, পরের শিফটের ওটি টেকনোলজিস্ট শ্যামলিমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে বেরোতে বেরোতে রাত আটটা বেজে গিয়েছিল; অথচ তার অনেক আগেই ডিউটি শেষ হওয়ার কথা ছিল। আগের দু’দিন শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে কাল রাতে নিজের বাড়ি ফেরা। দীর্ঘ ট্রেন সফর শেষ করে যখন বাড়ি পৌঁছাল, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটা। ক্লান্তি যেন সারা শরীর ছেঁকে ধরেছিল। অন্য দিন রাতে রুটি খেলেও মা-কে সেদিন আবদার করে ভাত করতে বলেছিল সে, কারণ সারাদিন কাজের চাপে পেটে দানাপানি প্রায় কিছুই পড়েনি। গরম ভাত পেটে পড়তে না পড়তেই সারাদিনের ধকল ও ক্লান্তি ঘন ঘুমের রূপ ধরে তার চোখে নেমে এসেছিল।

ট্রেনে আসার সময় স্পর্শের সঙ্গে অল্পস্বল্প কথা হয়েছিল; তাই রাতে বিছানায় শুয়ে ফোনে কথা বলতে বলতেই কখন যে সে নিঝুম ঘুমের দেশে তলিয়ে গিয়েছিল, তা নিজেও টের পায়নি। আর সেই গভীর ঘুমের ঘোরে প্রিয়তমা স্ত্রীর শাঁখা-চুড়ির প্রিয় শব্দটাকেই অলৌকিক ভূতের উপদ্রব ভেবে

গতকাল অপারেশন থিয়েটারে কাজের প্রবল চাপ ছিল। সুতনুর অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বশীলতার ওপর অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের চিকিৎসকরা একটু বেশিই আস্থা রাখেন। জটিল একটা সার্জারি শেষ করে সরঞ্জাম গুছিয়ে, পরের শিফটের ওটি টেকনোলজিস্ট শ্যামলিমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে বেরোতে বেরোতে রাত আটটা বেজে গিয়েছিল; অথচ তার অনেক আগেই ডিউটি শেষ হওয়ার কথা ছিল। আগের দু’দিন শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে কাল রাতে নিজের বাড়ি ফেরা। দীর্ঘ ট্রেন সফর শেষ করে যখন বাড়ি পৌঁছাল, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটা। ক্লান্তি যেন সারা শরীর ছেঁকে ধরেছিল। অন্য দিন রাতে রুটি খেলেও মা-কে সেদিন আবদার করে ভাত করতে বলেছিল সে, কারণ সারাদিন কাজের চাপে পেটে দানাপানি প্রায় কিছুই পড়েনি।

রাতদুপুরে তার গায়ে ঘাম ছুটল!

সুতনু লজ্জিত হেসে বলল, ‘আরে, আমি তো সত্যিই ভেবেছিলাম বুঝি কোনো অপচ্ছায়া...’

‘থাক থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না,’ ওপাশ থেকে স্পর্শ চটুল ও সোহাগী গলায় বলল, ‘যাই হোক, যতদিন এই আসল ‘পেত্নী’ অর্থাৎ তোমার জীবনের সেরা বন্ধুটা তোমার সাথে আছে, জেনে রেখো কোনো ভূত তোমার আশেপাশে আসার সাহস করলেও বেশিক্ষণ টিকবে না! এবার ওসব ভুতুড়ে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে কাজের জায়গায় যাও তো দেখি!’ সুতনু মৃদু হেসে বিদায় জানিয়ে ফোনটা কাটল। সারাদিন হাসপাতালের দীর্ঘ করিডোরে, ওটি-র আলো-ছায়ার খেলায় তার মাথায় এই মিষ্টি ঘটনাটা একটা ছবির মতো ঘুরেফিরে আসতে লাগল। যতবার মনে পড়ল, সে একা একাই মুচকি হাসল; আর চোখের সামনে ভেসে উঠল স্পর্শের মান-অভিমানী, চঞ্চল মুখখানা।

আসলে প্রযুক্তির সাহায্যে দূরত্ব মেটানোর এই প্রয়াস শত কৃত্রিম হলেও, বিশুদ্ধ ভালোবাসার নিজস্ব এক মোহনীয় আভা থাকে। শারীরিক দূরত্বের কারণে পাশে থাকার সুযোগ না হলেও, এপারে একজন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার পর ওপারে অন্যজন কেবল তার সুষম নিঃশ্বাসের শব্দটুকু সম্বল করে রাত জাগে; এই নিঃশব্দ পরম অনুভূতির চেয়ে বড় কোনো আশ্রয়ের নীলিমানি আর কী-ই বা হতে পারে! সুতনু দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। দিনের আলোয় অনাকাঙ্ক্ষিত ভয়ের ভূত তো কবেই পালিয়ে গেছে; রয়ে গেছে যে ভূত শুধুই বন্ধুত্বের; ভালোবাসা আর পরম ভরসার এক মিষ্টি পরশ।